আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম

Scanned by CamScanner

মূল	আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀
অনুবাদ	আল-আমীন বিন ইউসুফ ও হাফেজ রায়হান কবীর
পরিবেশনা	দারুল কারার পাবলিকেশন্স ও তাওহীদ পাবলিকেশন্স
পৃষ্ঠা সজ্জা	দারুল কারার কম্পিউটার

Scanned by CamScanner

حكم تارك الصلاة

সলাত

পরিত্যাগকারীর হুকুম

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

কামিল (এম.এ), মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

ও

হাফেয রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

অনার্স-মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা

কামিল (হাদীস), সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

Scanned by CamScanner

সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ ও

হাফেয রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : শা'বান ১৪৩৫, জুন ২০১৪
প্রথম সংস্করণ : জমাদিউস সানী ১৪৩৬, মার্চ ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : রবিউল আওয়াল ১৪৪৩, অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক : রায়হান কবীর ও আল-আমীন

স্বত্ব : অনুবাদ স্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ :
দারুল কারার কম্পিউটার, মাদরাসা মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

পরিবেশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা
02-47112762, 01711-646396
Web : tawheedpublicationsbd.com

দারুল কারার পাবলিকেশন্স
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
01575 1111 70, 01720 935542
Email: darulqarar19@gmail.com

মূল্য ৭০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ : মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, বাদামতলী, ঢাকা-১১০০

Scanned by CamScanner

অনুবাদকের আরয

إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد-

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি মানবমণ্ডলীকে সর্বোত্তম দৈহিক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সলাতকে সর্বোত্তম ইবাদত হিসেবে ভূষিত করেছেন। অতঃপর দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎকর্মশীলগণের উপর।

আল্লাহ তা'আলা মি'রাজ রজনীতে মানব জাতির জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। এই সলাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। যে ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সর্বোত্তম এ ইবাদত পরিত্যাগকারীর জন্য বিভিন্ন হাদীসে শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সলাতকে অবজ্ঞাবশত ও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যাবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং অলসতাবশত কেউ তা বর্জন করলে তার বিধান কী হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

Scanned by CamScanner

এ ব্যাপারে আলেম সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কতক আলেম ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার সলাত পরিত্যাগকারীকে সাধারণভাবে কাফের সাব্যস্ত করেছেন এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন দলীলও পেশ করেছেন। অপরদিকে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সলাত বর্জনকারীকে ঢালাওভাবে কাফের সাব্যস্ত করার

বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এ সম্পর্কিত বিভিন্ন দলীল-দালায়েল তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত ও অলসতাবশত সলাত বর্জন করলে সে কাফের হয় না।

আমরা এ বিষয়টি জনসমক্ষে প্রচার করার লক্ষে শায়খের লিখিত–

حُكْمُ تَارِكِ الصَّلاَةِ বইটি অনুবাদ করতে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তা শেষ হলো।

বইটির সম্পাদনা করেছেন মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার ফারেগি ছাত্র সোহেল মাহমূদ ও অধ্যয়নরত ছাত্র আব্দুল হাই বিন আশফাকুর রহমান বগড়াবী। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

বিনীত

মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

ও

হাফেয রায়হান কাবীর বিন আব্দুর রহমান

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম	৯
বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত	১১
লেখকের ভূমিকা	২৫
শাফা'আতের হাদীস	২৬
কতক আলিমের সন্দেহ	৩৪
গবেষণা ও পর্যালোচনা	৩২
কুফর দু' প্রকার	৩৪
আমলগত কুফরের কারণে কোনো মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না	৪৩
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা	৫৫
ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀-এর অভিমত	৫৮
আহমাদ বিন হাম্বালের ﵀ অভিমত	৬০
সারকথা	৬৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য-১	৬৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য-২	৬৭
অনুবাদকের অন্যান্য বই	৭১

Scanned by CamScanner

كم تارك الصلاة

সলাত

পরিত্যাগকারীর হুকুম

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀

Scanned by CamScanner

সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

প্রশংসা মাত্রই মহান আল্লাহর। তাঁর গুণকীর্তন করি, তাঁর নিকট সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের আত্মার অনিষ্টতা-অমঙ্গল ও যাবতীয় মন্দ কর্ম থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে হিদায়াতের তাওফীক না দেন, তাকে কেউ হেদায়েত করতে সক্ষম নয়। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশিদার নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।

হাম্‌দ এবং না'তের পর আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে- ইসলামের দ্বিতীয় রূকন "সলাত"। কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর এই ফরয বিধান পরিত্যাগ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী?

মুসলিম সমাজে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সলাত পরিত্যাগ করা সবচেয়ে বড় পাপ এবং সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ। আর এর পাপ হচ্ছে কোনো মানুষকে হত্যা করে তার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার চেয়েও মারাত্মক। অনুরূপভাবে ব্যভিচার, চুরি এবং

Scanned by CamScanner

মদ্যপান করার চেয়েও বড় পাপ। সে দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্ত হবে এবং আল্লাহর শাস্তির সম্মুখিন হবে।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সলাত পরিত্যাগকারী বা সলাতের ব্যাপারে অলসতাকারী অথবা সলাতকে তুচ্ছ মনেকারীর পাপ ও গুনাহ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যথা–

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»

"মুসলিম এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সলাত ত্যাগ করা।"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

---

১. কিতাবুস সলাত ওয়া হুকমু তারিকিহী, পৃষ্ঠা ১৬- ইবনুল কায়্যিম ﷺ। কুরআন মাজীদে সলাতের ফযিলত সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করে এবং এর প্রতি অলসতা করে তার শাস্তি সম্পর্কে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - إِلَّا مَنْ تَابَ﴾

"অতঃপর তাদের পর আসলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সলাত বিনষ্ট করেছিল, আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল। তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। তবে তারা বাদে যারা তাওবাহ করবে" (সূরাহ মারইয়াম ১৯ : ৫৯-৬০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ - وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

"অতএব দুর্ভোগ সে সব সলাত আদায়কারীর, যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।" (সূরাহ আল-মা'উন ১০৭ : ৪-৭)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾

"কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, 'আমরা সলাত আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।" (সূরাহ আল-মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ৪২-৪৩)

এছাড়াও এ সম্পর্কে আরো অনেক আয়াতে কারীমা রয়েছে যেগুলো আমাদের কর্ণকুহরে বার বার ধাক্কা দেয়।

২. হাদীসটি ইমাম মুসলিম জাবির ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। হা. ৮২

Scanned by CamScanner

«اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

"আমাদের এবং তাদের (মুশরিক) মাঝে অঙ্গীকার হচ্ছে সলাত আদায় করা। অতএব, যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ»

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছেড়ে দিল, আল্লাহর দায়িত্ব সেই ব্যক্তি থেকে মুক্ত হয়ে গেল।"[৪]

আমার মতে, কুরআন-হাদীসের এ সকল দলীলের আলোকে সেচ্ছায় সলাত ত্যাগকারীর 'কাফের' হওয়া নিয়ে উলামায়ে কিরাম এবং ইমামগণ মতপার্থক্য করেছেন।

বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত

ইমাম বাগাবী ﷺ তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন : ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সলাত ত্যাগকারী কাফের হবে কিনা- এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন এমন কতিপয় মনীষীদের নাম উল্লেখ করেছেন। (২য়খণ্ড ১৭৮-১৭৯ পৃ.)

আল্লামা শাওকানী ﷺ 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে পূর্ব উল্লিখিত জাবির ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির টীকায় বলেন, হাদীসটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সলাত ত্যাগ করা কুফরকে আবশ্যক করে। আর যে ব্যক্তি সলাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করত তা ত্যাগ করে তাহলে সকল মুসলিমের

---

৩. মুসনাদ আহমাদ ৫ম খণ্ড, হা. ৩৪৬; তিরমিযী হা. ২৬২৩; ইবনু মাজাহ হা. ১০৭৯

৪. ইবনু মাজাহ হা. ৪০৩৪; ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ১৮ পৃ.। এর সনদটি দুর্বল, তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন- ইবনু হাজার আসকালানীর আত্-তালখীসুল হাবীর ২য় খণ্ড ১৪৮ পৃ.; আল্লামা আলবানীর ইরওয়াউল গালীল ৭ম খণ্ড ৮৯-৯১ পৃ.।

Scanned by CamScanner

ঐক্যমতে সে কাফের। হ্যাঁ, যদি নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী হয়, কিংবা মুসলিমদের সাথে এ পরিমাণ সময় চলাফেরা করার সুযোগ না পেয়ে থাকে যে, সলাতের আবশ্যকীয়তা তার নিকট পৌঁছেনি; তাহলে উক্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন।

আর যদি কোনো ব্যক্তি সলাতের আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে অবগত থাকে এবং তা বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অলসতাবশত ছেড়ে দেয়- যেমন আমাদের সমাজে এরকম অনেক মানুষ রয়েছে-[৫] এরূপ ব্যক্তিদের ব্যাপারে উলামাদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে।

জমহুর (অধিকাংশ) সালাফ (পূর্ববর্তী) এবং খাল্‌ফ (পরবর্তী) আলেমগণ এ ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। তন্মধ্যে ইমাম শাফেঈ ﵀ ও ইমাম মালেক ﵀ এর মতে সে কাফের হবে না; বরং সে ফাসেক। অতএব যদি সে তওবা করে ফিরে আসে তাহলে মুক্তি পাবে। নতুবা আমরা তাকে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তির ন্যায় হদ মেরে হত্যা করব।

ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৪/৩২৪) পৃষ্ঠায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সলাত ত্যাগকারীর উপর 'কুফর' শব্দটি এ জন্য প্রয়োগ করেছেন যেহেতু সলাত পরিত্যাগ করা 'কুফর' শুরু হওয়ার প্রাথমিক ধাপ। কেননা, মানুষ যখন সলাত ছেড়ে দেয় তখন সে অন্যান্য ফরযসমূহকে ত্যাগ করা আরম্ভ করে দেয়। আর যখন সে যাবতীয় ফরয আমল ত্যাগ করা শুরু করে দেবে তখন এক পর্যায়ে সেটাকে (ফরযসমূকে) অস্বীকার করার দিকে ধাবিত হবে- এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ ধাপের কথাটিকে প্রথমেই প্রয়োগ করেছেন।

অতঃপর ইবনু হিব্বান ﵀ অধ্যায় রচনা করে তাতে এমন হাদীস উল্লেখ করেছেন আমরা যা উল্লেখ করেছি তা সঠিক হিসেবে প্রমাণ করে। সে

---

৫. এটি রাসূল ﷺ এর যুগের কথা। রাসূল ﷺ এর যুগেই যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে অবস্থা কেমন হতে পারে!

Scanned by CamScanner

অধ্যায়টি হল " যা শেষে সংঘটিত হবে এমন বস্তুকে শুরুতে আরবরা উল্লেখ করে থাকে।"

এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ 'আল-কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কুফর'[৬] কথাটি উল্লেখ করে বলেন : কোনো সন্দেহপোষণকারী মুতাশাবেহ আয়াত সমূহের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে যা এক প্রকার অস্বীকার করা- এমন ভেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমেই مراء তথা 'সন্দেহ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং সলাত পরিত্যাগ করা ভয়াবহ এবং মারাত্মক একটি বিষয় যা দ্বীন ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। (এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

আর যখন এ গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলার বিষয়ে উলামায়ে কিরাম এবং ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে সে জন্যই জ্ঞান অন্বেষণকারীদের উপর আবশ্যক হল, এ বিষয়ে গভীরভাবে জ্ঞান অর্জন করা। ঢালাওভাবে প্রত্যেক সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বা মুরতাদ শব্দ ইত্যাদি না বলা।[৭]

কারণ, সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া একজন মুসলিম ব্যক্তিকে ফতোয়া দিয়ে ইসলাম থেকে বের করে কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া ঐ মুসলিম ব্যক্তি জন্য উচিত নয় যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি

---

৬. আবূ দাউদ হা. ৪৬০৩, আহমাদ (২/৫২৮), ইবনু আবূ শায়বাহ (১০/৫২), হাকিম (২/২২৩) ইত্যাদি। হাদীসটির সনদ হাসান। দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৩৬, সহীহ তারগীব ১৩৯।

৭. উক্ত বাক্যটি ইমাম শাওকানী ﷺ-এর আস-সায়লুল যার্রার (৪/৫৭৮) নামক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বিশ্বাস রাখে। কেননা, সহীহ হাদীসে অনেক সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-[৮]

«مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বলে 'হে কাফের' তাহলে দু'জনের মধ্যে যে কোনো এক ব্যক্তির প্রতি উক্ত শব্দটি প্রযোজ্য হয়।"

আর বুখারীর বর্ণনায় এসেছে- فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا অর্থাৎ "দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন কাফের হয়ে যাবে।"

সুতরাং এ সমস্ত হাদীস এবং এ বিষয়ে আরো যে সব হাদীস রয়েছে সেগুলো কাউকে দ্রুত কাফের না বলার জন্য সতর্ককারী এবং বিরাট উপদেশ প্রদান করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا...﴾

অর্থাৎ "কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরীর জন্য তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়।"[৯]

সুতরাং জরুরী বিষয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি কুফরি কাজের প্রতি তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয় এবং অন্তর তাতে প্রশান্তি পায় তখন অন্তর কুফরির দিকেই ধাবিত হয়।[১০]

তবে হ্যাঁ, কতক বিদ্বান অথবা বিদ্যা অর্জনকারীদের আবেগ ও ঈর্ষা তাদেরকে এ ফাতওয়ার দিকে ধাবিত করেছে যে, "প্রত্যেক সলাত পরিত্যাগকারী কাফের, সে অস্বীকার করে সলাত বর্জন করুক বা অলসতা করে বর্জন করুক। তারা এ ফাতওয়া দিয়েছেন সলাত পরিত্যাগকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং সলাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য। কেননা তাদের ধারণা অনুযায়ী সলাতের প্রতি

---

৮. বুখারী ১০/৪২৭, মুসলিম হা. ৬০; রাবী 'উমার ﷺ হতে বর্ণিত। আর বুখারীতে (১০/৩৮৮) উক্ত অধ্যায়ে আবূ যার ﷺ হতে বর্ণিত।

৯. সূরা নাহল ১৬ : ১০৬

১০. উক্তিটি ইমাম শাওকানী ﷺ হতে নেয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অলসতা প্রদর্শন এক পর্যায় ইসলামের এ মহান রুকন ত্যাগ করার দিকে ধাবিত করবে।"

এ সকল বিদ্বান অথবা বিদ্যা অর্জনকারীরা তাদের উক্ত মতের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করেছেন, কিন্তু এ সংক্রান্ত যত হাদীস রয়েছে সবগুলো উপস্থাপন করেননি। কারণ যদি সমস্ত হাদীস উপস্থাপন করা হয় তাহলে বিষয়টি হালকা হবে এবং এক পর্যায়ে দলীলগুলো বিপরীত পক্ষকে সমর্থন করবে। আমিও এ মহৎ মাসআলায় মতানৈক্যকারীদের প্রমাণাদি ও মতানৈক্যের কেন্দ্র এবং তার প্রতি গভীর মনোনিবেশন করব না। কারণ এর জন্য আলাদা স্থান উপযুক্ত মনে করি।

তবে আমি এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যা সচরাচর অনেক জ্ঞান অন্বেষণকারীরা অবগত নয়।

প্রথমত : ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল তার ছাত্র ইমাম হাফেজ মুসাদ্দাদ ইবনু মুসারহাদকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন : "আল্লাহর সাথে শরীক করা ছাড়া কোনো বিষয় ইসলাম থেকে বান্দাকে বের করে দেয় না।"[১১] অথবা আল্লাহর ফরয বিধানগুলোর মধ্যে কোনো একটি ফরয বিধানকে অস্বীকারবশত প্রত্যাখ্যান করলে (ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়)। যদি কেউ কোন বিধান অলসতা কিংবা অবজ্ঞাবশত ছেড়ে দেয় তাহলে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিংবা ক্ষমা করতে পারেন।[১২]

আমার মতে, কুরআন ও হাদীসে সলাত পরিত্যাগের বিষয়টি (আম) সাধারণভাবে এবং (খাস) বিশেষভাবে এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾

---

১১. যেমন : তাবাকাতু হানাবিলা (১/৩৪৩) নামক গ্রন্থে রয়েছে।

১২. ইবনু তাইমিয়া (রহ.) প্রণীত 'আল-ঈমান' নামক গ্রন্থের ২৪৫ পৃষ্ঠা।

Scanned by CamScanner

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন"[১৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُمْ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তা আদায় করে এবং তা হতে কোনো কিছু হালকা মনে করে কমতি করে না, তাহলে তার জন্য আল্লাহর নিকট এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা পালন করল না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন। আর চাইলে তাকে জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন।[১৪]

দ্বিতীয়ত : ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ 'আদ্-দুরারুস সুন্নিয়াহ' নামক গ্রন্থে (১/৭০) সে সব ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন্ আমলের কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়?

উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামের রুকন হচ্ছে পাঁচটি। তন্মধ্যে প্রথমটি হল কালিমায়ে শাহাদাহ। অতঃপর অবশিষ্ট চারটি। যখন কোন মুসলিম উপর্যুক্ত রুকনগুলোর স্বীকৃতি দেয় এবং অলসতাবশত তা পালন না করে, তবে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করলেও তাকে সরাসরি কাফের বলবো না।

---

১৩. সূরাহ আন্-নিসা ৪ :৪৮

১৪. আবু দাউদ হাঃ ৪২৫; নাসাঈ ১ম খণ্ড হাঃ ২৩০; দেখুন সহীহ আত-তারগীব (৩৬৬) আলবানী। (আত্-তামহীদ খণ্ড ২৩, পৃ. ২৮৯-৩০১) ইবনু আবদিল বার্র। উক্ত কিতাবে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

Scanned by CamScanner

আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে নয় বরং অলসতা করে তা পরিত্যাগ করে- সেই ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে কিনা তা নিয়ে উলামায়ে কেরামগণ ইখতেলাফ (মতবিরোধ) করেছেন।

হ্যাঁ, তবে 'কালিমায়ে শাহাদাহ'কে যদি কেউ অবজ্ঞা বা তুচ্ছ করে; তাহলে সমস্ত আলেমের ঐক্যমতে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত : কতিপয় বিদ্বান কুরআনের আয়াতকে দলীল হিসেবে ভিত্তি করে সলাত বা নামায ত্যাগকারীকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾

"এখন যদি তারা তাওবাহ করে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।"[১৫]

তারা বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা শর্ত আরোপ করেছেন, আমাদের মাঝে এবং মুশরিকদের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তখনই প্রতিষ্ঠা হবে যখন তারা সলাত আদায় করবে। সুতরাং যদি সলাত আদায় না করে তাহলে তারা আমাদের দ্বীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না।

উল্লেখিত দলীলের দু'টি জবাব রয়েছে :

১ম জবাব : ইমাম ইবনু আতিয়্যাহ 'আল-মুহাররারুল ওয়াজীয' (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

«تَابُوْا : رَجَعُوْا عَنْ حَالِهِمْ وَالتَّوْبَةُ مِنْهُمْ تَتَضَمَّنُ الْإِيْمَانَ»

অর্থাৎ "তওবা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা পূর্বের অবস্থা থেকে ফিরে আসবে। আর তাদের তওবা হল, ঈমান আনয়ন করা।"

সুতরাং সলাত কায়েমের শর্ত হল তাকে প্রথমে তাওবা করতে হবে, আর সে তাওবার অন্তর্ভুক্ত হল ঈমান আনয়ন করা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা

---

১৫. সূরাহ আত্-তাওবাহ ৯ : ১১

Scanned by CamScanner

সলাত কায়েম অথবা যাকাত প্রদানের কথা উল্লেখ করার পূর্বে তওবার কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল, দ্বীনী ভাই হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল তওবা করে ঈমান আনয়ান করা। এ জন্য ইমাম ত্বারী তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জামেউল বায়ানে (খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা ৮৬) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মু'মিনগণ! যদি এই সমস্ত মুশরিকগণ যাদেরকে আমি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছি তারা যদি কুফরি করা এবং শিরক করা থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্য করে, ফরয সলাত কায়েম করে এবং তা সঠিকভাবে আদায় করে, যাকাত সঠিকভাবে দেয়- তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। অর্থাৎ তারা তোমার মুসলিম ভাই। এ কথাটি পূর্বের কথাকে সমর্থন করে।

২য় জবাব : উল্লেখিত আয়াতে সলাত শব্দের সঙ্গে যাকাত শব্দটি এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সলাত কায়েম করে কিন্তু যাকাত দেয় না, তাহলে তো সে দ্বীনী ভাই হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা নয়। কারণ সলাতের ক্ষেত্রে যে বিধানটি মুসলিমদের উপর বর্তাবে ঠিক একই বিধান যাকাতের ক্ষেত্রেও বর্তাবে; তাই কিনা? এখন উত্তরে কেউ যদি বলেন, যাকাত না দিলেও সে দ্বীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে তাহলে আমরা বলব, আয়াতে কারীমায় সলাত এবং যাকাতের মাঝে পার্থক্যের দলীল কোথায়? অথচ কুরআনে তওবা শব্দের পর সলাত ও যাকাতের দু'টি শব্দ পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি বলা হয় যে, দীনী ভাই হিসেবে সে গণ্য হবেনা। তাহলে আমরা বলব, এ কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ, এর ব্যাপারে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই।

চতুর্থত : হুযায়ফা ইবনু আল-ইয়ামান ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে কেউ জানবেনা– সিয়াম (রোজা) কী, সলাত (নামায) কী, কুরবানী কী, যাকাত কী? একরাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা

Scanned by CamScanner

বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমার উপর পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো।[১৬]

তবে কেউ কেউ এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন এবং রাবী আবূ মুয়াবিয়ার ব্যাপারে সমালোচনা থাকায় হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। অথচ তাতে সমস্যা নেই। এতদসত্ত্বেও যারা হাদীসটির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন তাদের নিকট একটি বিষয় গোপন রয়েছে, সেটা হল- হাদীসটির মুতাবা'আহ[১৭] রয়েছে।

হাদীসটি আবূ মালেক হতে বর্ণিত। আবূ আওয়ানা তার সনদ এবং মতন দ্বারা বর্ণনা করেছেন, যেমনটি বুসীরী তার 'আল-মিসবাহ' গ্রন্থে বলেছেন। আর আবূ আওয়ানা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। আল্লামা আলবানী তাঁর সিলসিলাহ সহীহাহ (১/১৩০-১৩২) গ্রন্থে তালীক্ব সূত্রে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

আলোচ্য হাদীসে গুরুত্বপূর্ণ 'ফিকহী' ফায়দা রয়েছে। তা হচ্ছে- কেউ যদি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্য দেয় তাহলে সে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ী থাকবে না। যদিও সে ইসলামের অন্যান্য রুকনগুলো যেমন : সলাত, যাকাত ইত্যাদি আদায় না করে থাকে।

আর এটা সবাই অবগত আছে যে, সলাত ইসলামের অন্যতম একটি ফরয বিধান; এ বিশ্বাস থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি সলাত পরিত্যাগ করলে তার বিধান সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ইখতেলাফ (মতবিরোধ) রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সলাত পরিত্যাগ করার কারণে সে কাফের হবে না, বরং সে ফাসেক্ব পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হবে। তবে ইমাম

---

১৬. ইবনু মাজাহ হাঃ ৪০৪৯; হাকিম (৪/৪৭৩); আবূ মুয়াবিয়া আবূ মালেক আল-আশজায়ী হতে তিনি ইবনু হিরাশ হতে তিনি হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামানী ﷺ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী অনুরূপ বলেছেন। আল-বুসিরী মিসবাহুয যুজাযা গ্রন্থে অনুরূপ সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে (১৩/১৬) শক্তিশালী বলেছেন।

১৭. মুতাবা'আহ হচ্ছে- কোন রাবীর বর্ণিত একাধিক হাদীসের শব্দে হুবহু মিল থাকা অথবা এক রাবীর বর্ণিত হাদীসের শব্দের সাথে অন্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শব্দের হুবহু মিল থাকাকে বলা হয়। –অনুবাদক

Scanned by CamScanner

আহমাদ বিন হাম্বলের মতে সে কাফের হয়ে যাবে। তাকে মুরতাদের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করতে হবে; হদস্বরূপ নয়।

অবশ্য সাহাবীদের ﷺ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত : কোন মুসলিম ব্যক্তি ইসলামের কোন আমল ছেড়ে দিলে কাফের হয়ে যাবে; এটা তারা মনে করতেন না, তবে সলাত ত্যাগ করলে কাফের মনে করতেন।[১৮]

আর আমার মতে, জমহুর বিদ্বানদের অভিমতটিই সঠিক। কেননা, সাহাবীদের ﷺ থেকে যা বর্ণিত সে ব্যাপারে এমন কোনো 'নস' (দলীল) নেই যে, তাঁরা সলাত পরিত্যাগ করার কুফর দ্বারা এমন কুফর উদ্দেশ্য নিতেন যে কুফরী কাজ করার কারণে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে; আর এ উদ্দেশ্য গ্রহণ করাও সম্ভব নয় যে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এটা কী করে সম্ভব? অথচ হুযায়ফা ইবনু আল-ইয়ামান ﷺ ঐ সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে একজন বড় এবং প্রবীণ সাহাবী। তিনি সিলাহ ইবনু যুফারের ﷺ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা, সিলাহ ইবনু যুফার ﷺ তিনি বিষয়টি আহমাদ ইবনু হাম্বালের ন্যায় বুঝেছিলেন। এজন্য সিলাহ ইবনু যুফার বলেন (সলাত পরিত্যাগকারীর জন্য) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমাটি কোনো কাজে আসবেনা। তারা জানে না সলাত কী জিনিস?

হুযায়ফা ﷺ প্রত্যুত্তরে বলেন, হে সিলাহ! তবে কি তুমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবে! তিনবার উক্ত বাক্যটি বলেছেন।

হুযায়ফা ﷺ হতে বর্ণিত এ কথাটি প্রমাণ করে যে, সলাত এবং ইসলামের অন্যান্য রুকন পরিত্যাগকারীগণ কাফের নয়। বরং সে মুসলিম এবং কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ী থাকবেনা। (অতএব এ বিষয়টি ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে। কারণ এ স্থান ছাড়া অন্য কোথাও আপনি উক্ত বিষয়টি পাবেন না।)

হাফেয সাখাবীর ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ (২/৮৪) কিতাব পাঠ করে দেখেছি, তিনি সলাত ত্যাগকারীকে কাফের হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় হাদীস উল্লেখপূর্বক বলেন, হাদীসগুলো মাশহুর এবং পরিচিত।

---

১৮. তিরমিযী, হাকেম

Scanned by CamScanner

কিন্তু বাহ্যিকভাবে এর প্রত্যেকটি হাদীস সলাত অস্বীকারকারীকেই কেবল কাফের হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, যখন কোনো ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় তখন সমস্ত মুসলিমের ঐক্যমতে সে মুরতাদ।

সুতরাং যদি সে এর আগেই ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে মুক্তি পাবে। নতুবা তাকে মুরতাদের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি বিনা ওযরে অলসতা করে ছেড়ে দেয় এবং বিশ্বাস রাখে যে, এটা পালন করা ফরয, তাহলে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, জমহুরের মতে সে কাফের হবেনা। এবং তার ব্যাপারে এটাও বিশুদ্ধ কথা হল, এক ওয়াক্ত সলাতের যে সময়সীমা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই সময় যদি অতিবাহিত হয়ে যায় (যেমন যুহরের সলাত ছেড়ে দিল এমন কি সূর্য ডুবে গেল কিংবা মাগরিবের সলাত ছেড়ে দিল ফজর উদিত হয়ে গেল) তাহলে সে তওবা করবে যেমনটি মুরতাদ তওবা করে। যদি তওবা না করে তাহলে হত্যা করবে, গোসল দেবে, জানাযা পড়াবে এবং মুসলমানদের পার্শ্বে দাফন করাবে; পাশাপাশি মুসলিমদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়মাবলী তার উপর প্রযোজ্য হবে। তার উপর কুফর শব্দটি বর্তাবে। কেননা, সে কতক বিধানে কাফেরদের দলে শরীক হয়েছে। (কাফেররা যেমন ইসলামের বিধান মানে না তেমনি সে কাফেরদের মত একটি বিধানকে মানেনি)। কিন্তু সে শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়নি। আর হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমল করা অতীব জরুরি। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করে দিয়েছেন..... হাদীসটির শেষাংশে এসেছে– আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন-

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমার উপর বিশ্বাস রেখে মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" এ সকল বর্ণনা সমন্বয় করে আমল করা ওয়াজিব।

Scanned by CamScanner

তাই মুসলিমগণ এখনো সলাত বর্জনকারীদের মেরাস তথা উত্তরাধিকার হয়। আর তারাও উত্তরাধিকার বানায়। আর যদি সলাত তাগ্যকারী কাফেরই হতো তাহলে তাকে ক্ষমা করা হতো না, এমতাবস্থায় তাকে মেরাস (উত্তরাধিকার সম্পত্তি) দেয়া হতো না এবং তার থেকে মিরাস বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি গ্রহণ করাও হতো না।

পঞ্চমত : কতিপয় আলেম এ মাসআলায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে জবাব দিয়েছেন। তারা বলেছেন, উক্ত হাদীসগুলো থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, সলাত পরিত্যাগকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ ক্ষমা ও রহম করবেন, যারা শিরক করেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন"[১৯]

অনুরূপভাবে আমলনামা এবং শাফা'আতের হাদীস, এ ছাড়াও আরো কিছু হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে কতক সলাত ত্যাগকারীকে আল্লাহ ক্ষমার আচলে ঢেকে নিবেন। এ সকল হাদীসের আলোকে তারা বলেন : উক্ত হাদীসগুলোকে 'আম (সাধারণ), আর সলাত বর্জনকারীকে কাফের বলা হয়েছে এমন হাদীসগুলো খাস (নির্দিষ্ট)।[২০]

আমার মতে, এই আলেমগণ যদিও বিপরীতমুখী কথা বলেছেন (আল্লাহ তাদের বুঝার তাওফীক দান করুন!) তবে তারা সঠিক বিষয় অনুধাবণ করার নিকটবর্তী হয়েছেন যেমন আহলুস সুন্নাহদের নিকট "প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির" নিয়মনীতিটি পরিচিত। এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ মাজমু ফাতাওয়া (৪/৪৮৪), (৮/২৭০) (১১/৬৪৮), (২৩/৩০৫) কিতাবে কয়েক স্থানে ব্যক্ত করেছেন। এ নিয়মনীতির

---

১৯. সূরাহ আন্-নিসা ৪ :৪৮

২০. অর্থাৎ যারা অলসতা করেসলাত ছেড়ে দেয় শাফাআতের আম হাদীস দ্বারা আল্লাহ তাদের ক্ষমা করতে পারেন।

Scanned by CamScanner

সারকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিবেন বলে যে ধমক দিয়েছেন তা তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন।

আর নিয়ামত দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আল্লাহ তা'আলা ততটুকু বাস্তবায়ন করবেন যতটুকু তিনি নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন।

বেনামাযীর উপর কুফরের বিশেষণ এজন্যই আরোপিত হয়, সে সলাত না পড়ে কাফেরের অনুসরণ করে এবং শরীয়তের এমন একটি কাজ বর্জন করে যা অবশ্য পালনীয়। কেননা, হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। এখানে উল্লেখ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো মা'বূদ নেই" স্বীকার করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবে।

এ কারণেই আজ পর্যন্ত বেনামাযী মুসলিমরা অন্যের ওয়ারিস হয় এবং অন্যরাও তাদের ওয়ারিস হয়। সে কাফের হলে এরূপ হতো না।

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ও স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, সলাত বর্জনকারী পাপী ও ফাসিক্ব। সে যদি দ্রুত তওবা করে ফিরে না আসে এবং হিদায়াত লাভ না করে কিংবা আল্লাহ যদি তাকে সাহায্য ও ক্ষমার দ্বারা আচ্ছাদিত না করেন তবে তার মুরতাদ হয়ে যাওয়া, কুফরী ও শির্কে লিপ্ত হওয়া এমনকি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে মুরতাদ, কুফর এবং ইসলাম থেকে বহিস্কার হওয়া থেকে পানাহ চাই।

পরিশেষে যে বিষয়টি বলবো তা হলো : এ মাসআলাটি গভীর জ্ঞানের মাসআলাহ। সালাফ (পূর্ববর্তী) এবং খালাফ (পরবর্তী) আলেমগণ এ নিয়ে ইখতেলাফ করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি, বিবেকপূর্ণ জ্ঞান এবং তাক্বলীদ ও সাম্প্রদায়িকতা

Scanned by CamScanner

থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, এটা সত্যকে চিনতে সাহায্য করবে, সত্যের দিকে আহ্বান করবে এবং সত্যের উপর অটল রাখবে।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀ এ কিতাবটি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। আমরা তাঁর কিতাবটি পাঠক ভাইদের নিকট উপস্থাপন করছি যাতে করে আরো বেশি জ্ঞান অর্জন করার জন্য উৎসাহী হন এবং সওয়াব অর্জনের আশা রাখেন আর যখন কোনো মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথানুযায়ী উত্তর প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা।"[২১]

সুতরাং এ পুস্তকের পাঠককে মতভেদপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুহাব্বত, তার অভ্যাস বা যে বিশ্বাসের উপর সে বড় হয়েছে বা তার পূর্বের শিক্ষা যেন তাকে সত্য গ্রহণে ও সত্যকে মান্য করতে বাধা প্রদান না করে। সে যেন অন্যদিকে প্রচেষ্টা না করে যেহেতু সত্যই সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত ও মূল্যবান বিষয়, তাই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি যেন হিদায়াত, সরল ও সঠিক পথ গ্রহণের তাওফীক দেন। আর সঠিক পথের প্রার্থনা করছি তার জন্য, যে পথ হারিয়েছে এবং সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলার ক্ষেত্রে যার মতামত গোলমাল হয়ে গেছে।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

২১. সূরাহ আন-নিসা ৪ :৫৯

Scanned by CamScanner

লেখকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ :

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোচনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের তাখরীজ ও ব্যাখ্যা। তা মূলত আমার কিতাব সিলসিলাহ সহীহার সপ্তম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এর একটি অংশ এখানে প্রকাশের জন্য মনস্থ করলাম, যেহেতু এর উপকারিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার কতিপয় দীনী ভাই এ অংশটুকু দেখার পর তা প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন যাতে এর দ্বারা দ্রুত কল্যাণ লাভ করা যায়। আমিও এমনটি অনুভব করছিলাম। সুতরাং আমার সাথী এবং আমার যুবক ছাত্র আলী ইবনু হাসান আল-হালাবী'কে তা দিয়ে দিলাম যাতে করে সে নিজে এর উপর একটা জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখে বইটি প্রকাশ করে। যার মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হয়। সে তা-ই করল। (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।) এরপর সে বইটির প্রুফ দেখে সংশোধন করে ছাপানোর উপযোগী করল। উক্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকার শেষে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করি, এ দ্বীনী ইলমের আলোচনার দ্বারা পাঠকবৃন্দ এবং এর প্রতি দৃষ্টিপাতকারীদের যেন উপকার সাধিত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী এবং উত্তর দাতা। আর আমি আল্লাহর তাওফীক কামনা করি।

Scanned by CamScanner

শাফা'আতের হাদীস

নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মা'মার ইবনু রাশেদ ﵀ আল-জামে' (১১/৪০৯-৪১১) কিতাবে বর্ণনা করে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। যা যায়েদ বিন আসলাম থেকে, তিনি আত্বা বিন ইয়াসার থেকে, তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﵁ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمِنُوا (وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ) فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدِّ مُجَادَلَةً لَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا (وَيُجَاهِدُوْنَ مَعَنَا) فَأَدْخَلْتَهُمْ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ (لَمْ تَغْشَ الْوَجْهُ) فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ (فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيْراً) فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا. قال ثُمَّ (يَعُوْدُوْنَ يَتَكَلَّمُوْنَ) يَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنْ الْإِيمَانِ (فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقاً كَثِيْرًا) ثُمَّ (يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا اَحَدًا مَنْ اَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُوْلُ : اِرْجِعُواْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ (فَاَخْرَجُوْاهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ :رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ اَمَرْتَنَا) حَتَّى يَقُولَ اخرجوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (فَيُخْرَجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَذَا فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ {إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

Scanned by CamScanner

أَجْرًا عَظِيْمًا} قَالَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ شَفَعَتْ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ الْأَنْبِيَاءُ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ أَوْ قَالَ قَبْضَتَيْنِ نَاسٌ لَمْ يَعْمَلُوا لِلهِ خَيْرًا قَطُّ قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّى صَارُوا حُمَمًا قَالَ فَيُؤْتَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ فِي أَعْنَاقِهِمْ الْخَاتَمُ عُتَقَاءُ اللهِ قَالَ فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَيَقُولُ رِضَائِي عَلَيْكُمْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে (সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ) তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে তার অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তার ভাইয়ের সাথে যেমন ঝগড়া বা বাক-বিতণ্ডা করে থাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে জাহান্নামে প্রবেশকারী তার মু'মিন ভাইয়ের জন্য তার চেয়ে অধিক তর্ক বিতর্ক করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, মু'মিনগণ সেদিন বলবে : হে আমাদের রব! আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে সলাত আদায় করেছে, সিয়াম পালন করেছে, হাজ্জ করেছে (এবং আমাদের সাথে জিহাদ করেছে) তারপরও কি তাদেরকে জাহান্নামে দিয়েছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ বলবেন, যাও তোমরা যাদেরকে চেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। এরপর তারা তাদের নিকট আসবে এবং তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারা ভক্ষণ করবেনা (মুখমণ্ডল বিকৃত হবে না)। তাদের মধ্যে কতিপয়ের পায়ের নলা পর্যন্ত আগুন গ্রাস করবে। আবার কাহারো উভয় পায়ের গিরা পর্যন্ত। (সুতরাং বহু সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।)

অতঃপর তারা বলবে : হে আমাদের রব! যাদেরকে বের করে আনার আদেশ দিয়েছিলেন তাদেরকে আমরা বের করে এনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ

Scanned by CamScanner

বলেন, অতঃপর (তারা প্রত্যাবর্তন করবে এবং কথাবার্তা বলবে) আল্লাহ বলবেন, যাদের অন্তরে দিনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। এরপর তারা বহু সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। অতঃপর তারা (মু'মিনগণ) বলবে : হে আমাদের রব! আপনি যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার আদেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কাউকে জাহান্নামে রেখে আসিনি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা আবার ফিরে যাও। দেখ, যার অন্তরে অর্ধেক দিনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে- তোমরা তাকে বের করে আনো। অতএব তারা বহু সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে।

অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার আদেশ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কাউকে জাহান্নামে রেখে আসিনি। এমনকি শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও যার অন্তরে যাররা (অণু) পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। অতএব তারা আবারো বহু সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ বলেছেন, এ হাদীসের প্রতি যে বিশ্বাস করে না, সে যেন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে। আয়াতটি হল :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾

"আল্লাহ অণু পরিমাণও যুল্‌ম করেন না আর কোনো পুণ্য কাজ হলে তাকে তিনি দ্বিগুণ করেন এবং নিজের নিকট হতেও বিরাট পুরস্কার দান করেন।"[২২]

অতঃপর মু'মিনগণ বলবেন, হে আমাদের রব্ব! আপনি যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার আদেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কল্যাণের অধিকারী (ঈমানদার) ব্যক্তি কেউ অবশিষ্ট নেই। রাসূলুল্লাহ

২২. সূরাহ আন্-নিসা ৪ : ৪০

Scanned by CamScanner

ﷺ বলেন, এরপর আল্লাহ বলবেন, ফেরেশ্‌তামণ্ডলী সুপারিশ করেছে, নাবীগণ ﷺ সুপারিশ করেছে, মু'মিনগণ সুপারিশ করেছে: এখন সবচেয়ে দয়াবান মহান আল্লাহ বাকি আছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর আল্লাহ এক অঞ্জলী অথবা দু' অঞ্জলী পরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে উঠাবেন, যারা আল্লাহর জন্য (ঈমান ব্যতীত) কখনই কল্যাণমূলক কাজ করেনি। তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে: এমনকি তারা কয়লায় পরিণত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর তাদেরকে পানির কাছে আনা হবে, যেটাকে বলা হয় 'হায়াত'। আর তাদের উপর সেই হায়াত নামক পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তারা গজিয়ে উঠবে যেভাবে প্রবহমান ঝর্ণার পাশে শস্য গজিয়ে উঠে। (তোমরা প্রস্তর খণ্ডের পার্শ্বে দিয়ে এবং বৃক্ষের পার্শ্বে দিয়ে যেতে অবশ্য দেখেছ, যে পার্শ্বটি সূর্যের দিকে থাকে সেটি সবুজ রঙের হয় আর যে পার্শ্বটি ছায়ার দিকে থাকে সেটি সাদা হয়ে থাকে)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর সেই পানির স্পর্শে তাদের শরীর মণি-মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাদের ঘাড়ে একটি সিল থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর যেমনটি আকাঙ্ক্ষা করতে। আর তোমরা সেখানে যে বস্তুসমূহ দেখতে পাবে সব কিছু তোমাদের জন্য (এবং এর সাথে অনুরূপ পরিমাণ পাবে)। এরপর জান্নাতবাসীগণ বলবে : এরা তো ঐসব লোক যাদেরকে পরম করুণাময় আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন এবং কোনো প্রকার আমল ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং তাদের এমন কোনো ভাল আমল ছিলনা যা তাদেরকে জান্নাতের পথে অগ্রগামী করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অতঃপর তারা বলবে : হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা দুনিয়াতে কাউকে দান করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর আল্লাহ বলবেন : আমার নিকট তোমাদের জন্য এমন বস্তু রয়েছে যা সবচেয়ে উত্তম। এরপর তারা বলবে

Scanned by CamScanner

: হে আমাদের রব! এর চেয়ে অধিক উত্তম? সেটি কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি এবং খুশি। অতএব তোমাদের উপর আমি আর কখনই অসন্তুষ্ট হবো না।

ইমাম বুখারী ﷺ এবং মুসলিমের ﷺ শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। যা আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়েত থেকে বর্ণিত, তিনি মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুর রাজ্জাকের সূত্র থেকে ইমাম আহমাদ (৩/৯৪) সংকলন করেছেন; নাসাঈ (২/২৭১); ইবনু মাজাহ হা. ৬০, ইবনু খুজায়মা আত্-তাওহীদ কিতাবে পৃ. (১৮৪, ২০১, এবং ২১২) ইবনু নাসার আল-মারুজী "তা'যীমু ক্বদরীস সলাত" নামক কিতাবে হা. ২৭৬। আব্দুর রাজ্জাক হাদীসটিকে অনুসরণ করেছেন; মুহাম্মাদ ইবনু সাওর তিনি মা'মার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন; তবে হুবহু শব্দগুলো আনেন নি, তিনি কেবল সদৃশ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হিশাম ইবনু সা'দের হাদীসকে সংকলন করেছেন। আর একটি জামা'আত মা'মারকে অনুসরণ করেছেন।

তন্মধ্যে :

১ম : সাঈদ ইবনু আবূ হেলাল যিনি যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে পূর্ণ করেছেন। হাদীসের প্রথম অংশ হচ্ছে অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়? ....

«هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ...»

এটা একটা দীর্ঘ হাদীস। ইমাম বুখারী হাদীসটি সংকলন করেছেন। হা. ৭৪৩৯, মুসলিম ১/১১৪-১১৭, ইবনু খুযায়মা পৃ. ২০১, ইবনু হিব্বান হা. ৭৩৩৩ আল-ইহসান।

২য় : হাফস্ ইবনু মাইসারাহ, তিনি যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন (১/১১৪-১১৭) অনুরূপ বুখারী হা. ৪৫৮১। তবে ইমাম বুখারী হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে আবূ আওয়ানা (১/১৬৮-১৬৯)।

Scanned by CamScanner

৩য় : হিশাম ইবনু সা'দ, তিনি যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আবূ আওয়ানাহ সংকলন করেছেন (১/১৮১-১৮৩) এবং সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন। ইবনু খুযায়মাহ পৃ. (২০০), হাকেম (৪/৫৮২-৫৮৪) সহীহ বলেছেন। অনুরূপ মুসলিম (১/১৭), তবে হুবহু শব্দগুলো আনেননি। তিনি কেবল হাফস্ ইবনু মাইসারার হাদীসের শব্দের বরাত দিয়েছেন। আর যায়েদকে অনুসরণ করেছেন সোলায়মান ইবনু আমর ইবনু উবায়দ আল আতওয়ারী। তিনি হচ্ছেন বনী লাইস গোত্রের এবং তিনি আবূ সাঈদ ﷺ এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ এর নিকট শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বলতে শুনেছি-

অতঃপর তিনি অনুরূপ সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসটি উল্লেখ করেন এবং তাতে ৩য় নাম্বারের রাবীকে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি সংকলন করেছেন (৩/১১-১২), ইবনু খুযায়মাহ পৃ. ২১১; ইবনু আবী শায়বাহ আল-মুসান্নিফ গ্রন্থে (১৩/ ১৭৬/১৬০৩৯) এবং তার নিকট থেকে ইবনু মাজাহ (৪২৮০), ইবনু জারির তার তাফসীর গ্রন্থে (১৬/৮৫), ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ যাওওয়াদুয যাহেদ গ্রন্থে পৃ. (৪৪৮/ ১২৬৮), হাকেম (৪/৫৮৫) এবং তিনি বলেছেন, মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে সনদটি সহীহ। ইমাম যাহাবী পরিস্কার বলে দিয়েছেন, হাদীসটি হাসান। কেননা, এর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক তিনি বর্ণনা করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাদীসটি এমনভাবে সংকলন করা হয়েছে যে, আর কোথাও তা পাওয়া যাবেনা। আর হাদীসটি মুত্তাফাকুন 'আলাইহ এবং অন্যান্য সহীহ, সুনান এবং মাসানিদ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির এসব তাখরীজ উল্লেখ করার পর আমি বলছি,

উক্ত হাদীসটিতে অনেক উপকারিতা রয়েছে :

যেমন নেক্কার মু'মিনগণ তাদের সাথে সলাত আদায়কারী ভাইদের ব্যাপারে সুপারিশ করা, যাদেরকে পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছিল। অতঃপর ঈমানের তারতম্য অনুপাতে নিম্নতম জাহান্নামী মুমিনদের জন্যও সুপারিশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

Scanned by CamScanner

কর্তৃক অবশিষ্ট মু'মিনকে বের করা যারা জাহান্নামে বাকি ছিল তাদেরকে মর্যাদা দান করা, তাদেরকে কোনো রকম সৎ আমল ছাড়াই জাহান্নাম থেকে বের করা এবং এমনকি তাদের এমন কোনো সৎ আমল ছিলনা যা রবের নিকট উপস্থিত করবে।

কতক আলিমের সন্দেহ

কতিপয় আলেম সন্দেহ পোষণ করেছেন «لا خير» (সৎ আমল ব্যতীত) শব্দটি নিয়ে। তাদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কতিপয় আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাসী লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইবনু হাজার ﵀ ফাতহুল বারী গ্রন্থে (১৩/৪৩৯) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন কতিপয় লোক যারা কালিমা শাহাদাতাইন এর বেশি কিছু স্বীকৃতি প্রদান করেনি। যা হাদীসটির বাকি অংশ থেকে বুঝা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : আনাস ﵁ হতে শাফা'আতের ব্যাপারেও দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলা হবে- হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে এবং সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলবেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমা বলেছে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন : আমার ইজ্জতের কসম, আমার মহত্ব, আমার বড়ত্ব এবং আমার সম্মানের কসম, অবশ্যই আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমা বলেছে।[২৩]

---

২৩. মুত্তাফাকুন আলাইহ, আলবানী "যিলালুল জান্নাহ" কিতাবে (২/২৯৬) উল্লেখ করেছেন

Scanned by CamScanner

আনাস ﷺ হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিসাব নিকাশ শেষ করবেন এবং আমার উম্মতের অবশিষ্ট লোকদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন। এরপর জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে যাওয়া তাওহীদে বিশ্বাসীদেরকে বলবে, তোমাদের আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে শরীক না করা কোন্ কাজে আসল? এরপর মহান আল্লাহ বলবেন, আমার ইজ্জতের কসম, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে (তাওহীদে বিশ্বাসীদেরকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করব। এরপর তাদের নিকট (দূত) পাঠানো হবে এবং তারা পুড়ে যাওয়া অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। অতঃপর তাদেরকে হায়াতের নহরে প্রবেশ করানো হবে এবং সেখান থেকে নতুন করে গজিয়ে উঠবে... ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্যগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। আলবানী 'যিলাল' গ্রন্থে (৮৪৩-৮৪৫ নং) হাদীসের অধীনে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে সমর্থক হাদীস রয়েছে। অনুরূপ ফাতহুল বারীতে (১১/৪৫৫) আলাদাভাবে সমর্থক হাদীস রয়েছে। আর হাদীসটির মধ্যে ইবনু আবী হামজার ইজতেহাদ এই মাস'আলার উপর যেটি বের হয়েছিল তা রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। সেখানে রয়েছে "মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হবেনা"। অনুরূপ হাদীস পরবর্তীতে এসেছে যে- কেবল চেহারা ব্যতীত। তারা সবাই মুসলিম, তবে সলাত আদায় করেনি। কিন্তু তারা সেখান (জাহান্নাম) হতে বের হবে না, যেহেতু তাদের সাথে সৎ আমলের কোনো আলামতই নেই।

এজন্য হাফেজ ইবনু হাজার ﷺ (১১/৪৫৭) তার কথার অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি আম (সাধারণভাবে) এ কথা প্রয়োগ করেছেন। আর সেটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঞ্জলী দিয়ে জাহান্নামীদের বের করবেন। কেননা, হাদীসে এসেছে- তারা কখনই সৎ আমল করেনি। আর এটি আবূ সাঈদ ﷺ এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যা 'তাওহীদে"র আলোচনায় আসছে। অর্থাৎ তিনি এই হাদীসকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর হাফেজ ইবনু হাজার হয়তোবা ভুলে গেছেন কেননা, হাদীসটিতে তিনি নিজেই অন্য দিক দিয়ে ইবনু আবী হামজাকে অনুসরণ করেছেন। সেটি হল- যখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম বার মু'মিনদের সুপারিশ কবূল করবেন

Scanned by CamScanner

তাদের সাথে সলাত, সওম ইত্যাদি আদায়কারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে এবং তারা জাহান্নাম থেকে তাদের মুসলিম ভাইদের বের করে আনবেন চিহ্ন দেখে। সুতরাং যখন তারা পরবর্তীতে কয়েকবার সুপারিশ করবে এবং বহু সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে, তখন তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে সলাত আদায় করেছিল এমন ব্যক্তি থাকবেনা। কেবল তাদের মধ্যে কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে তাদের ঈমান অনুপাতে এবং এটিই হচ্ছে সুস্পষ্ট বিষয় যা কারো অজানা নয়। ইনশাআল্লাহ।

গবেষণা ও পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় প্রাগুক্ত হাদীসটি এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ করে যে, যখন সলাত বর্জনকারী ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমার উপর সাক্ষ্য অবস্থায় মুসলিম হিসেবে ইন্তেকাল করলে মুশরিকদের ন্যায় চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। সুতরাং এতে অত্যন্ত মজবুত দলীল রয়েছে যে, সলাত বর্জনকারী আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। কেননা, আল্লাহ বলেন-

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন।"[২৪] ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৬/২৪০) আয়েশা ﵂ হতে মারফূ' সূত্রে স্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন- শব্দগুলো হচ্ছে-

(الدواوين عند الله عز و جل ثلاثة . . .) الحديث

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তিনটি দফতর রয়েছে- তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না, আর তাহল তাঁর সাথে শিরক করা।

---

[২৪] সূরাহ আন্-নিসা : ৪৪

Scanned by CamScanner

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল তার উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।[২৫]

আরেকটি দিওয়ান (আমলনামা) যেটাকে আল্লাহ পরওয়া (ভ্রুক্ষেপ) করবেন না- তা হচ্ছে, বান্দার নিজের উপর যুলুম। যা বান্দা এবং তার রবের মাঝে চুক্তি ছিল। যেমন সে একদিনের সওম ছেড়ে দিয়েছে, কিংবা সলাত বর্জন করেছে; অতএব মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং ইচ্ছা করলে কিছু মনে করবেন না...।[২৬] ইমাম হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে সহীহ বলেছেন। আমি 'তাখরিজুত ত্বাহাবী' গ্রন্থে (পৃ. ৩৬৭, চতুর্থ সংস্করণ) এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছি যা এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা পূর্বের আলোচনা অবগত হলেন। আমি সীমাহীন অবাক হই সে সব সংখ্যাগরিষ্ঠ লেখকগণ সম্পর্কে যারা "অলসতাবশত সলাত বর্জনকারী কাফের হবে বা নাকি হবে না?" এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাহ নিয়ে ব্যাপকভাবে লেখা-লেখি করেছেন, কিন্তু অসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমার জানা মতে, যে হাদীসটি আমি উল্লেখ করেছি তা বর্ণনা করতে প্রায় সবাই বে-খবর, অথচ তা বিশুদ্ধতার বিষয়ে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ছাড়াও অন্যান্য কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা এটাও উল্লেখ করেননি, হাদীসটি কোন্ দলের স্বপক্ষের দলীল এবং কোন্ দলের বিপক্ষের দলীল। বিশেষ করে ইবনুল কায়্যিম ﵀ বিভিন্ন দলীল প্রমাণ দিয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার 'সলাত' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন দলীল দিয়ে তাদের প্রত্যেকটির উত্তর প্রদান করেছেন। তবে যাদের মতে "সলাত বর্জনকারী কাফের হবে না" তাদের

---

২৫. সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫ : ৭
[২৬] হাকেম (৪/৫৭৬)

Scanned by CamScanner

মতের স্বপক্ষের উক্ত হাদীসটি তিনি অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। যার ফলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, সলাত বর্জনকারীরাও শাফা'আতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, শাফা'আতের হাদীসটিতে রয়েছে-

«وَعِزَّتِيْ وَ جَلَالِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» : يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ বলবেন : আমার ইজ্জত এবং আমার মাহাত্ম্যের কসম! যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে অবশ্যই আমি তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবো।

হাদীসটিতে আরো রয়েছে :

«فَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ»

অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে এমন সব লোকদের বের করবেন, যারা কখনই কোনো সৎ আমল করেনি।

«...فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ نَاسًا لَمْ يَعْمَلُوْا لِلهِ خَيْرًا قَطُّ...»

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঞ্জলী দিয়ে এক অঞ্জলী লোককে জাহান্নাম থেকে উঠাবেন, যারা আল্লাহর জন্য কখনই সৎ আমল করেনি।

পাঠকবৃন্দ! এখানে যে কারণে বিরুদ্ধবাদীরা হাদীসটি সংক্ষেপ করেছেন তা খুবই ক্ষতিকারক, যা স্পষ্ট। কেননা, বিষয়টি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর হাফেয ইবনু হাজার স্বীয় মুস্তাদরাকে ইবনে আবী জাময়ার হাদীসের পূর্ণরূপ উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তিরা দ্বিতীয় বার বেনামাযী ও তাদের পরে যারা আছে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। অতএব মাসআলাটির ক্ষেত্রে এটি একটি অকাট্য দলীল। যে সকল বিদ্বান অভিন্ন আকীদায় বিশ্বাসী অত্র দলীল দ্বারা এ মাসআলাহর ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ দূর হয়ে যাবে। যে আকীদার অন্যতম একটি হল উম্মাতের মুহাম্মাদীর কোন ব্যক্তি কবীরা গুনাহর কারণে কাফির হবে না। বিশেষ করে বর্তমান যামানায় যখন এমন ব্যক্তিদের প্রসার হয়েছে

Scanned by CamScanner

যারা নিজেদেরকে আলিম বলে দাবী করে আর বিশ্বাস রাখে; আকীদাহ শুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন মুসলিম ওয়াজিব আমল পালনে অবহেলা করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে কাফেরদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, তারা ইসলামকে স্বীকৃতিও দেয় না এবং দীন পালনার্থে সলাতও আদায় করে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ﴾

"আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমনভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?"[২৭]

আমি ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﷺ কে ভালবাসি এজন্য যে, তিনি এ সহীহ হাদীসটি উল্লেখ করতে অসতর্ক ছিলেন না, যা সলাত বর্জনাকারী কাফির না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর তার কাছে এর কোন উত্তর থাকলে প্রদান করতেন। ফলে বিনা পক্ষপাতিত্বে উভয় দলের একটি ইনসাফপূর্ণ সমাধান হতো।

২৭. সূরাহ আল-ক্বালাম ৬৮ : ৩৫-৩৬

Scanned by CamScanner

কুফর দু প্রকার

ইবনুল কায়্যিম ﷺ কে আমি ভালবাসি এবং পছন্দ করি। তিনি (সলাত পরিত্যাগকারীকে) কাফের না বলার এ সহীহ হাদীসটি উল্লেখ করা হতে বেখেয়াল হন নি। আর তিনি যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করেছেন এবং এজন্য তিনি উভয় দলকে নিয়ে পরস্পর আলোচনা করেছেন। আর কোনো দলের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন।

হ্যাঁ, তবে তিনি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা করা আমার উপর শিরোধার্য করে দিয়েছেন। ইবনুল কায়্যিম ﷺ বিশেষভাবে একটি অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন (উভয় দলের মধ্যে ফায়সালার ব্যাপারে এবং উভয় দলের কাছে প্রস্তাব রাখার জন্য) যা উভয় দলের দলীলগুলো সঠিকভাবে বোধগম্য হতে গবেষককে সহায়তা করবে। কেননা, তিনি এ ব্যাপারে সুন্দর এবং চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন- "উলামাদের নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো প্রত্যেক কুফরী কর্মের কারণে মুসলিম ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যায় না।"

সুতরাং পাঠকদের নিকট আমি (আলবানী) তাঁর (ইবনুল কায়্যিম) আলোচনার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করব এবং এর পাশাপাশি সহীহ হাদীসকে লক্ষ্য রেখে আমি তাঁকে অনুসরণ করব। তিনি বর্ণনা করেছেন :

أَنَّ الْكُفْرَ نَوْعَانِ : كُفْرُ عَمَلٍ وَكُفْرُ جُحُوْدٌ وَإِعْتِقَادٌ.

অর্থাৎ কুফরী দুই প্রকার :

১. আমলগত দিক থেকে কুফর।

২. আক্বীদাগত এবং অস্বীকারবশত কুফর।

আমলগত কুফর দু' ভাগে বিভক্ত :

১ম প্রকার : এমন কুফর যা ঈমানের বিপরীত।

Scanned by CamScanner

২য় প্রকার : এমন কুফর যা ঈমানের বিপরীত নয়।

সুতরাং মূর্তিকে সিজদা করা, কুরআন মাজীদকে অপমান এবং তুচ্ছ মনে করা, রাসূলুল্লাহ ﷺকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে গালি দেয়া ইত্যাদি কর্ম যা ঈমানের বিপরীত। আর আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্যান্য বিধান দ্বারা ফায়সালা করা এবং সলাত বর্জন করা এগুলো অকাট্যভাবে আমলগত কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি, যে কথাগুলো তিনি প্রয়োগ করেছেন সে ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা, উল্লেখিত বিষয়টি কখনো কখনো كُفْرٌ إِعْتِقَادٌ (আক্বীদাগত কুফরের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এটা ঐ সময় হয়, যখন আক্বীদা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো নিদর্শনগুলো তার সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন- সলাত এবং সলাত আদায়কারী ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। অনুরূপ বিচারক যখন তাকে সলাত আদায়ের দিকে আহ্বান করে এমতাবস্থায় তার মধ্যে এমন কিছু বিষয় বিদ্যমান থাকে যা তাকে হত্যা করার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এর আলোচনা অচিরেই আসবে, কেননা এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অতঃপর তিনি (ইবনুল কায়্যিম ﷺ) বলেছেন : "কুফর" শব্দটির প্রয়োগ সলাত ত্যাগকারী থেকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তবে সেটি হবে «كُفْرٌ عَمَلٌ» আলমগত কুফর; «لَا كُفْرٌ إِعْتِقَادٌ» আক্বীদাগত কুফর নয়। যিনাকারী, চোর, মদ্য পানকারী এবং যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে নয় এমন ব্যক্তিদের ঈমান নেই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা উক্ত কর্মাবস্থায় ঈমান থেকে দূরে থাকে। আর যখন "ঈমান" বিষয়টি তার থেকে দূর হয়ে যায়, তখন সে আমলগত দিক থেকে কাফের হয়। এমতাবস্থায় সে অস্বীকার এবং আক্বীদাগত দিক থেকে কাফের সাব্যস্ত হয় না।

আমি (আলবানী) বলছি : তবে আমি মনে করি এরূপ অপরাধীদের ক্ষেত্রে "কুফর শব্দ" প্রয়োগ করা সঠিক নয়। যেমন এরূপ বলা উচিত হবে না : যে ব্যক্তি ব্যভিচার করল সে কুফরী করল। 'সে ব্যক্তি কাফের

Scanned by CamScanner

হয়ে গেল' এ কথা বলা জায়েয হওয়া তো অনেক দূরের কথা। এমনকি সলাত বর্জনকারী ও অন্যান্য অপরাধী যাদের ব্যাপারে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও (বলা যাবে না সে কাফের হয়ে গেল)। কারণ অন্যান্য দলীলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। সুতরাং কাফের ও রক্ত হালাল এমন কথা বলা তো বহু দূরের কথা।

এ ব্যাপারে সর্বোত্তম কথা হলো- এমন কথা বলা উচিত হবে না যে, ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে এবং তার রক্তপাত হালাল অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ।

এরপর তিনি (ইবনুল কায়্যিম ﵀) নিম্নে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি উল্লেখ করেন–

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

অর্থাৎ মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী কর্ম; আর তাকে হত্যা করা কুফরী।[২৮]

তিনি আরো বলেন : সবাই অবগত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুফরী দ্বারা কেবল আমলগত কুফরী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আক্বীদাগত কুফরী নয়। আর এ কুফরী মুসলমানিত্ব এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। যেমন- চোর এবং যিনাকারী ইসলাম এবং মুসলিম জাতি থেকে বের হয় না। যদিও তাকে মু'মিন বলা হয়নি। এ ব্যাখ্যাই হল সাহাবাদের উক্তি, যারা আল্লাহর কিতাব, ইসলাম এবং কুফর ও তার আবশ্যিক বিষয় সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। অতঃপর তিনি ইবনু আব্বাস ﵄ হতে নিম্নে বর্ণিত আয়াতের ব্যাপারে সুপরিচিত আছার (উক্তি) উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾

২৮. বুখারী হা. ৪৮, মুসলিম হা. ৬৪, সুনান ইবনু মাজাহ হা. ৬৯, ৩৯৩৯, সুনান নাসায়ী হা. ৪১০৫,

Scanned by CamScanner

আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান দ্বারা যারা বিচার বা ফায়সালা করে না তারা কাফের।[২৯]

ইবনু আব্বাস ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা সেই কাফের নয় যে কাফেরের কথা মানুষ বুঝে থাকে। অর্থাৎ মানুষ যেমন বুঝে থাকে কাফের মানেই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

আমি (আলবানী) বলছি, ইমাম হাকেম এখানে একটু বৃদ্ধি করে বলেছেন,

﴿إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ﴾

অর্থাৎ সে এমন কাফের হয় না যা মিল্লাত (দীন) থেকে বের করে দেয়, বরং তা প্রকৃত কুফর থেকে নিম্নস্তর কুফর।[৩০]

অতএব যারা সলাত বর্জনকারীকে কাফের সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন তাদের উক্তির মধ্যে ভঙ্গুরতা প্রকাশ পায়।

অতঃপর ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন, এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো- সলাত পরিত্যাগকারীর ঈমান নেতিবাচক হওয়া অধিক উপযোগী অন্য কাবীরা গুনাহয় লিপ্ত অপরাধীর চেয়ে। সলাত পরিত্যাগকারীর উপর থেকে ইসলাম দূর হয়ে যাওয়া অধিক উপযুক্ত তার চেয়ে যার হাত ও মুখের দ্বারা মুসলিম ব্যক্তি নিরাপদ নয়। তাই সলাত ত্যাগকারীকে মু'মিন মুসলিম কিছুই বলা হবে না; যদিও ঈমান ইসলামের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা পালন করে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি- সলাত বর্জনকারী থেকে মু'মিন মুসলিম নামকরণকে দূর করা বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা একটি প্রসিদ্ধ আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে মু'মিন হিসেবে অভিহিত করেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ :

---

২৯. সূরাহ আল মায়িদাহ ৫ : ৪৪

৩০. ইমাম হাকেম (২/৩১৩) ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

Scanned by CamScanner

﴿وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰى أَمْرِ اللهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ۖ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝﴾

মু'মিনদের দু'দল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর একটি দল অপরটির উপর বাড়াবাড়ি করলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করে, তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি দলটি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে ফায়সালা কর আর সুবিচার কর; আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।[৩১]

অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» অর্থাৎ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী কর্ম; আর তাকে (মু'মিনকে) হত্যা করা কুফরী আচরণ।[৩২]

অতএব সীমালঙ্ঘনকারী মুসলিমকে কুফর গুণে গুনান্বিত করা হলেও সে মু'মিন নয় এটা আবশ্যক করে না। 'মুসলিম নয়' এ কথা বলা তো অনেক দূরের কথা। অনুরূপভাবে সলাত বর্জনকারীকে কুফর গুণে গুণান্বিত করা হলেও সে মু'মিন নয় বা মুসলিম নয় একথা বলা আবশ্যক করে না। তবে হ্যাঁ, এ থেকে যদি এই উদ্দেশ্য নেয়া হয় যে, সে পরিপূর্ণ মুসলিম নয় তাহলে ভিন্ন কথা।

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন : তার ব্যাপারে এ কথাটি অবশিষ্ট থাকে যে, তার ঈমান তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে রক্ষা করবে কিনা? এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, তার ঈমান কাজে আসবে যদি

---

৩১. সূরাহ হুজুরাত ৪৯ : ৯

৩২. বুখারী হা. ৪৮, মুসলিম হা. ৬৪, সুনান ইবনু মাজাহ হা. ৬৯, ৩৯৩৯, সুনান নাসায়ী হা. ৪১০৫,

Scanned by CamScanner

পরিত্যাগকৃত আমল অন্যান্য আমল সহীহ হওয়ার শর্ত না হয়ে থাকে। আর যদি শর্ত হয়ে থাকে তবে তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না।

এখন কথা হচ্ছে, সলাত আদায় করা ঈমান সহীহ হওয়ার শর্ত কিনা? আর এটাই হচ্ছে এ মাস'আলার মূল প্রতিপাদ্য ও বিবেচ্য বিষয়।

আমি বলছি, এর পর ইবনুল কায়্যিম ﵀ সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের সাব্যস্তকারী দলের মতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন : এটা প্রমাণ করে যে, সলাত ব্যতীত বান্দার কোনো প্রকার আমলই কবুল করা হবে না।

আমলগত কুফরের কারণে কোনো মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না

অতএব আমি বলতে চাই : আমলগত কুফর ও আকীদাগত কুফর সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম ﵀ এর বিস্তৃত আলোচনার পর আমার নিকট একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে- তা হচ্ছে, আমলগত কুফরের কারণে কোনো মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। সুতরাং কুফর সাব্যস্তকারী দলের হাতে প্রচুর দলীল থাকা সত্ত্বেও সলাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম লাগানো সম্ভব নয়। কেননা, এ সম্পর্কিত যত দলীল রয়েছে তার সবই আমলগত কুফর সম্পর্কিত, আক্বীদা বা বিশ্বাসগত নয়।

এ কারণেই তিনি শেষ পর্যায়ে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ ব্যক্তির ঈমান কি কোনো কাজে আসবে? আর ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য কি সলাত আদায় শর্ত?

আমি বলতে চাই : যারাই তাঁর জওয়াবের প্রতি লক্ষ্য করবেন বুঝতে পারবেন যে, তিনি এ দিকে ফিরে এসেছেন যে, সলাত ব্যতীত কোনো প্রকার সৎ আমল কবুল হবে না। তবে ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য সলাত শর্ত কিনা, এ প্রশ্নের জওয়াব কোথায়?

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ শুধু সলাত ঈমানের পরিপূর্ণতার শর্ত নয়। বরং আহলুস সুন্নাতের মতে সকল সৎ আমল ঈমানের জন্য শর্ত। খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলীগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। তাদের মতে কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

কেউ যদি বলেন যে, ঈমান সহীহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সলাত আদায় করা শর্ত এবং সলাত পরিত্যাগকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে, তবে তিনি খাওয়ারিজদের কতক কথার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলেন। তাছাড়া এর চেয়েও ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, এতে তারা পূর্বোক্ত শাফা'আতের হাদীসের বিরোধীতা করলেন।

হতে পারে ইবনুল কায়্যিম ﵀ নিরপেক্ষতা অবলম্বনের দ্বারা একদিকে পাঠকদেরকে ইসলামে সলাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বোঝাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সলাত শর্ত হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা, তার মতে অলসতাবশত সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হবে না। তবে হ্যাঁ, সলাত পরিত্যাগ করার পাশাপাশি এ সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রমাণ পাওয়া গেলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং দীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছি। ইবনুল কায়্যিম ﵀ এর গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদের আলোচনায় এ সম্পর্কিত বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। তিনি সেখানে বলেছেন-

কেউ কেউ সলাত ত্যাগে অটল থাকার পরও তার কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রাখা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। অথচ তাকে রাজন্যবর্গের সামনে সলাতের দিকে আহ্বান জানানো হয় এবং সে লক্ষ্য করে যে, তার মাথার উপর তরবারি ঝুলছে ও তার চক্ষু অশ্রুসজল হয়। আর তাকে বলা হয়, তুমি সলাত আদায় করবে? অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। তখন সে বলে, তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেল; আমি কখনও সলাত আদায় করবো না।

আমি (আলবানী) বলছি, সলাত বর্জনে এমন দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি এবং বিচারকের হত্যার হুমকি সত্ত্বেও সলাত আদায়ে অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে

Scanned by CamScanner

সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের সাব্যস্তকারী দলের সকল দলীল-প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রযোজ্য। আর বিরোধী পক্ষের দলীল-প্রমাণের সাথে তাদের দলীল-প্রমাণসমূহ একত্রিত করে এ সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে, (অস্বীকার ব্যতীত) সলাত পরিত্যাগকারী কাফের নয়। কেননা, এ ধরণের কুফরী হচ্ছে আমলগত। আক্বীদা বা বিশ্বাসগত নয়। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ থেকে আলোচনা গত হয়েছে। আর শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ এমনটিই বলেছেন। অর্থাৎ তিনি কাফের হওয়ার দলীল-প্রমাণসমূহকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

কোনো ওযর ছাড়াই সলাত ত্যাগকারী মুসলিম কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে মাযমূ' ফাতাওয়ায় (২২/৪৮) জ্ঞানগর্ভ ও লম্বা আলোচনা করেন। তা থেকে আমাদের আলোচিত হাদীসের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদসহ অধিকাংশ আলেমের মতে, সলাত পরিত্যাগকারী হত্যার যোগ্য- এ অভিমত আলোচনার পর তিনি বলেন "আর যখন সে সলাত বর্জনে অটল থাকে এমন কি তাকে হত্যা করা হলো। তাহলে তাকে কি কাফের মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হলো, নাকি ফাসিক্ব মুসলিম হিসেবে হত্যা করা হলো?

ইমাম আহমাদ ﵀ থেকে বর্ণিত দু' অভিমতের একটি হচ্ছে- সে "সলাত আদায় করা ফরয" এটা যদি অন্তরে বিশ্বাস করে এবং জেদ করে সলাত ত্যাগ করে না আবার তা যথাযথ আদায়ও করে না; আদম সন্তানের মধ্যে এমন মানুষের পরিচয় মেলে না এবং এটা তাদের অভ্যাসও নয়। সুতরাং ইসলামে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। আর এরকম কাউকে পাওয়া যাবে না, যে সলাত ফরয হওয়াতে বিশ্বাস করে আর তাকে বলা হয়, যদি সলাত আদায় না করো তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। অথচ এমতাবস্থায় সলাত ফরযের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তা বর্জনের উপর অটল থাকে- ইসলামে এমন হওয়া অসম্ভব।

যখন কোনো ব্যক্তি সলাত আদায় কথা থেকে বিরত থাকে এমনকি তাকে হত্যা করা হয়- তাহলে বোঝা যাবে যে, সে অন্তরে এর ফরয হওয়ার

Scanned by CamScanner

প্রতি বিশ্বাসী নয় এবং সে তা আদায় করাটাও অবশ্য কর্তব্য বলে মানে না। এমন ব্যক্তি সকল মুসলিমের ঐক্যমতে কাফের। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আসার এবং সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী-

«لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»

"(মুসলিম) বান্দা এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত ত্যাগ করা।"[৩৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি সলাত বর্জনে অটল থাকে, এমনকি এ অবস্থাতেই মারা যায়; আল্লাহ তা'আলার জন্য একবারও সিজদাহ করে না– সে সলাতকে ফরয বললেও সে কক্ষনো মুসলিম নয়। কেননা, সে ব্যক্তি যদি 'সলাত ফরয' এ কথা বিশ্বাস করত এবং আদায় না করা হলে হত্যা করা হবে এ বিশ্বাসও রাখত তাহলে সলাত আদায়ের জন্য এ বিশ্বাসই যথেষ্ট ছিল। কারণ কোন জিনিসের দিকে আহবান করা হলে আর তা পালন করার সামর্থ থাকলে তা পালন করা আবশ্যক হয়ে যায়।

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কখনোও তা আদায় না করে তবে বোঝা যাবে তার দাবী অনুযায়ী কাজের মিল নেই। (আর সত্য কথা হলো, শাস্তির পরিপূর্ণ ভয় সলাত পরিত্যাগকারীকে আমলে উৎসাহ দানকারী।)

কিন্তু কখনো এর সাথে এমন কতক বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যা তাকে আবশ্যিকভাবে বিলম্বিত করে দেয় এবং সে ঐ বিষয়ের কতক ওয়াজিব আমল ছেড়ে দেয় ও কখনো তা ছুটে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সলাত বর্জনে অটল থাকে, একেবারেই সলাত আদায় করে না এবং এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে মুসলিম থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, তারা কখনো সলাত আদায় করে আবার কখনো ছেড়ে দেয়। তারা সলাতকে ভালভাবে সংরক্ষণ করে না। এসব লোক শাস্তি পাবার যোগ্য। এসব লোকদের সম্পর্কে 'উবাদাহ ﷺ সূত্রে সুনান গ্রন্থে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

৩৩. সুনান ইবনু মাজাহ হা. ১০৮০, সুনান নাসায়ী হা. ৪৬৪

Scanned by CamScanner

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»

"আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে তথা যথারীতি আদায় করবে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি সেগুলো হিফাযত করবেনা; তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন।"[৩৪]

সলাতের সংরক্ষণকারী বলা হয় তাকে যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্দেশিত সময় মোতাবেক সেগুলোকে আদায় করে। আর যে ব্যক্তি কখনও সেগুলোকে নির্দিষ্ট সময় হতে দেরি করে আদায় করে অথবা কখনও তার ওয়াজিবসমূহকে ছেড়ে দেয় সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে এবং তার নফল সলাতসমূহ তার ফরযের ঘাটতি পূরণকারী হবে যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ﵀ এর উক্তি প্রমাণ করে যা তার পরবর্তী কতক অনুসারীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, তা হলো কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই সলাত পরিত্যাগকারী কাফের।

অন্যদিকে তাঁর উক্তি এ কথার বিপরীত অভিমতকেও প্রমাণ করে যা এই হাদীসের সাথে কোনো বিরোধ করে না। এটা কী করে সম্ভব? অথচ তিনি তাঁর মুসনাদে আয়িশাহ ﵂ হতে এ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

---

৩৪. সুনান ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, হাদীস সহীহ

Scanned by CamScanner

তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ তার মাসায়েল গ্রন্থে (৫৫পৃষ্ঠায়) বলেছেন, :

سَأَلْتُ أَبِيْ -رَحِمَهُ اللهُ- عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ : «...وَالَّذِيْ يَتْرُكُهَا لَا يُصَلِّيْهَا وَالَّذِيْ يُصَلِّيْهَا فِيْ غَيْرِ وَقْتِهَا أَدْعُوْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ صَلَّى وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ هُوَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ...»

"আমি আমার পিতাকে ইচ্ছাকৃত সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ... যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিল আর যে ব্যক্তি তা সঠিক সময়ে আদায় করলো না- তাকে তিনবার দাওয়াত দিব। যদি সে দাওয়াতে সাড়া দেয়, ভাল। নচেৎ আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। সে আমার কাছে মুরতাদের সমপর্যায়ভুক্ত...।"

আমি (আলবানী) বলছি, 'ইমাম আহমাদ ﵀-এর এ উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, শুধু শুধু সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যাবে না। হ্যাঁ, ব্যাপার এমন হতে পারে যে, সলাত আদায় না করলে তাকে হত্যা করা হবে জেনেও সলাত আদায় করতে অস্বীকার করে। তাহলে সে সলাত আদায় করার চেয়ে নিহত হওয়াকেই প্রাধান্য দেয়। সুতরাং তার এ আচরণ প্রমাণ করে যে, তার সলাত অস্বীকার বিশ্বাসগত কুফরী। ফলে সে হত্যাযোগ্য।

তার বক্তব্যের অনুরূপ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ এর দাদা মাজদ ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ তাঁর "المحرر في الفقه الحنبلي" "আল-মুহাররার ফী ফিকহিল হাম্বালী" গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

﴿وَمَنْ أَخَّرَ صَلَاةً تَكَاسُلًا لَا جُحُوْدًا أُمِرَ بِهَا فَإِنْ أَصَرَّ حَتَّى ضَاقَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَجَبَ قَتْلُهُ﴾

"কাউকে সলাতের আদেশ দেওয়ার পর অস্বীকার করে নয়, বরং অলসতা করে সলাতকে দেরি করে ফেলল, এমতাবস্থায় অন্য সলাতের সময় এসে পড়ল তখন তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

আমি (আলবানী) বলছি, সলাত আদায় করতে দেরি করার কারণে কাফের হবে না; বরং অস্বীকার করে তার উপর অটল থাকলে কাফের হবে।

এ কারণেই ইমাম আবূ জা'ফার ত্বাহাবী ﵀ তাঁর «مشكل الآثار» গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উভয় পক্ষের কিছু দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করে কাফের না হওয়ার অভিমতকে প্রাধাণ্য দিয়েছেন (৪/২২৮)। তিনি এ বিষয়ে বলেন, "এ সম্পর্কে কথা এই যে, আমরা তো তাকে সলাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করছি, কোনো কাফেরকে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছি না। তার মধ্যে কাফের হওয়ার মত কিছু থাকলে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিব। অতঃপর যদি সে মুসলিম হয়ে যায় তখন তাকে সলাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করবো। আর আমাদের কেউ সলাত ছেড়ে দিলে তাকেও সলাত আদায়ের নির্দেশ করবো। কেননা, সে তো সলাত আদায়কারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই নাবী ﷺ রামাযান মাসে ইচ্ছাকৃত সিয়াম ভঙ্গকারীকে কাফ্ফারা প্রদানের নির্দেশ করেছেন। আর তাকে সিয়াম তথা রোযা পালনের দ্বারাই কাফ্ফারা আদায়ের আদেশ করেছেন; (আর বাস্তব সত্য) এই যে, মুসলিম ব্যতীত কারো জন্য সিয়াম নেই।

রামাযানের সিয়াম এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের পূর্বে কোনো ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের সাক্ষ্য প্রদান করলে সে মুসলিম হয়; এটাই স্বাভাবিক। আর সেগুলোর অস্বীকার করার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়। এসব ইবাদতের কোনটি অস্বীকার না করে কেবল বর্জন করলেই কাফের হয় না। সে কাফের হবে না এজন্য যে, সে মুসলিম ছিল; আর তার ইসলাম প্রমাণিত হয়েছে ইসলামের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ইসলামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে।

আমি (আলবানী) বলছি, এটি একটি উত্তম ফিকহী মন্তব্য ও শক্তিশালী উক্তি যা খণ্ডন করার নয়। এটা পরিপূর্ণভাবে ঐ কথারই সমর্থক যে, এমনিতেই সলাত বর্জন করার কারণে কাফের হবে না; বরং সলাতের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরও যদি অস্বীকার করে তবে কাফের হবে; যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অধিকন্তু, ইমাম আহমাদ ﵀ এর উক্তি থেকে যা বোঝা যায় সে কথাকে আরো শক্তিশালী করে শাইখ আলাউদ্দীন আল-মারওয়ারদী ﵀ প্রণীত "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل"- আল-ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ 'আলা মাযহাবিল ইমাম মুবায্যাল আহমাদ বিন হাম্বাল) গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে ১ম খণ্ড ৪০২ পৃষ্ঠায় কিছু পূর্বে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ﵀ এর উক্তির ব্যাখ্যাকারের অনুরূপ মন্তব্য করেছেন -

«أَدْعُوْهُ ثَلَاثًا» : «اَلدَّاعِيْ لَهُ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَلَوْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ كَثِيْرَةً قَبْلَ الدُّعَاءِ لَمْ يَجِبْ قَتْلَهُ وَلَا يَكْفُرُ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيْرُ الْأَصْحَابِ وَ قَطَعَ بِهِ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ»

(আমি তাকে তিনবার সলাত আদায়ের দাওয়াত দিব) : (এখানে দাওয়াত দানকারী হবেন মুসলিম নেতা অথবা তার নায়েব তথা তাঁর প্রতিনিধি। যদি দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে অনেক সলাত আদায় না করে থাকে তবুও তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে না এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সে কাফেরও হবে না। অধিকাংশ সাহাবা আজমাঈন ﵃ এ মতের পক্ষে এবং তাদের অনেকে এ অভিমতকে অকাট্যভাবে গ্রহণ করেছেন।

আর এ মত গ্রহণ করেছেন আবূ আব্দুল্লাহ বিন বাত্তাহ ﵀। শাইখ আবুল ফারয আব্দুর রহমান বিন কুদামাহ আল-মাক্বদেসী ﵀ তাঁর আশ্-শারহুল কাবীর 'আলাল মুক্বনি'তে (ইমাম মুওয়াফফিক উদ্দীন মাকদেসী ﵀ প্রণীত মুক্বনি' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ) [১/৩৮৫] বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বৃদ্ধি করে বলেছেন যে, যারা সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলেন তাদের কথাকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

আবুল ফারয ﵀ বলেন : (এটা অধিকাংশ ফকীহর অভিমত- যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী' ﵃ প্রমুখ।)

Scanned by CamScanner

অতঃপর এর সমর্থনে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন- যার অধিকাংশই ইবনুল কায়্যিম যাওযী ﷺ থেকে বর্ণিত। এর মধ্যে ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ এর বক্তব্য পূর্বে বর্ণিত 'উবাদাহ ﷺ-এর হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন-

«وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يُدْخِلْهُ فِي الْمَشِيْئَةِ»

"সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হলে তাকে আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত করতেন না।"

আমি (আলবানী) বলছি, এ কথাটি আ'য়িশাহ ﷺ বর্ণিত হাদীসকে এমনভাবে শক্তিশালী করছে যাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অতএব এটা ভুলে যেয়ো না।

অতঃপর আবুল ফারয্ ﷺ বলেন : "যেহেতু এ বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা' রয়েছে, তাই কোনো যুগের বা সময়ের কারো সম্পর্কে জানা নেই যে, সলাত ফরয হওয়া ব্যক্তিকে সলাত ত্যাগ করার কারণে মারা যাবার পর তাকে গোসল দেয়া বা তার জানাযা না পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রদানে বাধা দেওয়া হয়েছে, বরং অধিকাংশ সলাত পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও এ দু'টি বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সলাত পরিত্যাগ করার কারণে যদি কাফের হতো তবে তাদের ক্ষেত্রে এ বিধানসমূহ জারি হয়ে যেত।

আমরা মুসলিমদের মাঝে এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য জানি না যে, সলাত পরিত্যাগকারীর উপর হত্যার ফায়সালা সাব্যস্ত হবে; যদিও মুরতাদের সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

অন্যদিকে পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ অর্থাৎ যেসব হাদীস দ্বারা কাফের আখ্যাদানকারীরা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন-

«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»

"কোন মুসিলম ব্যক্তি ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সলাত পরিত্যাগ করা।" অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগ করলে সে কাফের হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

এ হাদীসে কুফর বলা হয়েছে ধমক স্বরূপ এবং কাফেরদের সাথে (আমলের দিক থেকে) মিল থাকার কারণে; (যেহেতু তারাও সলাত আদায় করে না।) প্রকৃত অর্থে কুফর বলা হয়নি।

যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী-

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

"মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী কর্ম।"

তাছাড়া অনুরূপ যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কঠোরতা করা হয়েছে।

আমাদের শায়খ (অর্থাৎ মুওয়াফফিক মাকদেসী ﷾) বলেন :

«هَذَا أَصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ»

"দুটি' অভিমতের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সঠিক। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।"

আমি (আলবানী) বলছি, শায়খ সুলায়মান বিন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ﷾ তাঁর 'মুক্বনি' (১/৯৫-৯৬) গ্রন্থের টীকাতে ইবনু কুদামার মতকে স্বীকৃতি দান করেছেন।

ইমাম শাওকানী ﷾ তাঁর 'সাইলুল জার্রার' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ড ২৯২ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইচ্ছাকৃত সলাত পরিত্যাগকারী কাফের এবং সে হত্যাযোগ্য। মুসলিমগণের ইমামের কর্তব্য তাকে হত্যা করা। তিনি তাঁর "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এমন কুফরী উদ্দেশ্য যা ক্ষমাযোগ্য নয়। উলামায়ে কিরামের উদ্ধৃতি ও মতভেদ আলোচনা পেশ করার পর বলেছেন-

"সত্য কথা এই যে, সে কাফের হয়ে গেছে; তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা, হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, শরীয়ত প্রণেতা সলাত পরিত্যাগকারীর উপর 'কুফর' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আর কোনো

Scanned by CamScanner

মুসলিম এবং কুফরির বিধান জায়েয সাব্যস্ত করার মাঝে পার্থক্যকারী হিসেবে সলাতকে দাঁড় করেছেন। যখন সলাত পরিত্যাগ করলো তখন তার উপর কুফরীর বিধান আরোপ করা বৈধ হয়ে গেল।

পূর্বযুগের মনীষীদের হতে যে সব মতপার্থক্য বর্ণিত হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। কেননা, আমাদের বক্তব্য হলো : কতক কুফরী কাজ রয়েছে যা মাগফিরাত ও শাফা'আত লাভ হতে বঞ্চিত করতে পারে না। যেমন আহলে কিবলাদের কতক পাপকে কুফর বলেছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আলেম সমাজ যে সব ভুল তা'বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন সে সবের প্রতি দৃষ্টিপাতের কোনো প্রয়োজন নেই।"

ইমাম (শাওকানী ﷺ) ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তিনি যে সলাত বর্জনকারীর উপর 'কাফের' শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা ব্যাপক এবং আমার নিকট প্রশংসনীয় নয়। কেননা, যে সব হাদীসে কুফরীর ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেসব হাদীসে কাফের সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং সেখানে শুধু এতটুকু আছে যে, فَقَدْ كَفَرَ 'সে কুফরী করলো।' আমি এ ধরনের ফে'ল বা ক্রিয়া হতে اسم فاعل বা কর্তার তথা কার্য সম্পাদনকারী' শব্দ كافر গ্রহণ করা কারো পক্ষে বৈধ মনে করি না। কেননা, এরূপ করা হলে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এমন প্রত্যেক প্রকারের ব্যক্তির উপর কাফের শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথকারী, অন্যায়ভাবে মুসলিমকে হত্যাকারী অথবা রক্তসম্পর্ক অস্বীকারকারী এবং এ ধরনের আরো যে সব অপরাধীর কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হ্যাঁ, আবূ ইয়া'লা তাঁর গ্রন্থে ২৩৪৯ নং হাদীসে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্যরা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস হতে মারফূ' সনদে বর্ণনা করেছেন যে,

«عَرَى الْإِسْلَام وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوْبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ»

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ "ইসলামের মূল স্তম্ভ ও দীনের মৌলিক নীতি হলো তিনটি- তার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি পরিত্যাগ করবে সে কাফের, তার রক্তপাত বৈধ :

(১) شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ- আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন মা'বূদ নেই" এ কথার সাক্ষ্য দেয়া।

(২) الصَّلَاةُ الْمَكْتُوْبَةُ- ফরয সলাত আদায় করা।

(৩) صَوْمُ رَمَضَانَ- রামাযান মাসের সিয়াম পালন।

আমি (আলবানী) বলছি যে, যদি এ হাদীসটি সহীহ হতো তাহলে তা সলাত ত্যাগকারী কাফের হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত হতো। কিন্তু তাদের বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। এ সম্পর্কে আমি "সিলসিলাহ যঈ'ফার ৯৪ নং এ বর্ণনা দিয়েছি।

সারকথা : শুধু সলাত পরিত্যাগ করা কোনো মুসলিম ব্যক্তি কাফের হয়ে যাওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। তবে অবশ্যই সে ফাসিক্ব এবং তার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে; তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন। অত্র বইয়ের মূলভিত্তি যে হাদীসটি সেই হাদীসটি এ বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রমাণ যা অস্বীকার করার কারো জন্য সুযোগ নেই।

অপরপক্ষে যে ব্যক্তিকে সলাতের দিকে আহ্বান করা হল ও তা আদায় না করলে হত্যা করার ভয় দেখানোও হল, তারপরেও সে ব্যক্তি যদি আহবানে সাড়া না দিয়ে সলাত আদায় না করে; ফলে তাকে হত্যা করা হয় তবে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় সে ব্যক্তি কাফের, তার রক্তপাত হালাল ও বৈধ; তার জানাযা পড়া হবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিস্তারিত না জেনে সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের হওয়ার ফায়সালা দিবে সে ভুল করবে; যে ব্যক্তি কাফের না হওয়ার ফায়সালা দিবে সেও ভুল করবে। সঠিক কথা এই যে, এ বিষয়ে

Scanned by CamScanner

বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আর এটা এমন সত্য বিষয় যে সম্পর্কে কোনো গোপনিয়তা নেই। সুতরাং এ বিষয়কে নিয়তের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

অতঃপর আমার বক্তব্য এই যে, আমার আশংকা হয়, কতক অজ্ঞ কট্টরপন্থী ব্যক্তিরা উক্ত সহীহ হাদীস (তথা শাফায়াতের বড় হাদীসটি) যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ- সলাত আদায় করা ফরয এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও অলসতাবশত সলাত ত্যাগকারী আল্লাহর তা'আলার বাণী–

﴿وَيَغْفِرُ دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ আর এ (শির্ক) ব্যতীত যে কোনো গুনাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন) এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করবে। যেমন ১৪০৭ হিজরীর শেষাংশে কতক ব্যক্তি তা করেছিল।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

(এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই) তা হলো- দু'জন ছাত্র একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করত- তাদের একজন হল সৌদিয়ান অন্যজন মিসরী। তারা উভয়ে (সিলসিলাহ আহাদিস আস সহীহার) শুরু অংশের একশটি হাদীসের ব্যাপারে আমার পেছনে লেগে গেল। তার মধ্যে একটি হলো- হুযাইফাহ বিন ইয়ামান ﷺ এর হাদীস (সিলসিলাহ : ৮৭ নং) যার শব্দ নিম্নরূপ-

"يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يَدْرِىْ مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَ تَبْقَى طَوَائِفٌ مِنْ النَّاسِ : اَلشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَ الْعَجُوْزُ ، يَقُوْلُوْنَ : أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا".

Scanned by CamScanner

ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে কেউ জানবেনা–সিয়াম (রোজা) কী, সলাত (নামায) কী, কুরবানী কী, যাকাত কী? একরাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমার উপর পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো।

সিলাহ বিন যুফার ﵀ হুযায়ফা ﵁কে বললেন, «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» কালিমা তাদের কি কাজে আসবে? যেহেতু তারা জানবে না- সলাত, সিয়াম, কুরবানী এবং সাদাকা কী জিনিস?

এ কথা শুনে হুযায়ফা ﵁ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সিলাহ বিন যুফার এ কথাটি তার সামনে তিনবার উপস্থাপন করলেন, আর তিনি প্রত্যেকবারই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারের পর হুযায়ফাহ ﵁ তার দিক অগ্রসর হয়ে বললেন : হে সিলাহ! যাও তুমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। (তিনবার)

আমি (আলবানী ঐ দু'জন ছাত্রকে) বললাম, আমি যে এ হাদীসটি সহীহ বলে অভিহিত করেছি তার প্রতিবাদে তোমরা দু'জনে মিলে এ হাদীস দুর্বল হওয়ার পক্ষে তিন পৃষ্ঠার একটি খসড়া প্রস্তুত করে নিয়ে আস। কিন্তু তারা দু'জনে এ হাদীস দুর্বল প্রমাণ করার মতো কিছুই পেল না। তবে, তারা যা পেল তা এই যে, উক্ত হাদীসটি আবূ মু'আবিয়াহ মুহাম্মাদ বিন হাযিম যারীর থেকে বর্ণিত। তিনি একজন মুরজিয়া মতবাদে বিশ্বাসী, অর্থাৎ আমল না করে জান্নাত পাওয়ার আশায় বিশ্বাসী। আর এ হাদীসটি মুরজিয়াদের বিদ'আতীমূলক কাজের পক্ষাবলম্বন করছে।

তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয়। এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। শুধু এতটুকু বলতে চাই, আবূ মু'আবিয়াহ ﵀ তথা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী রাবী এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মতে তার বর্ণিত হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করা যাবে। কেননা, তিনি তাঁর

Scanned by CamScanner

মতো শক্তিশালী রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মুরজিয়া মতবাদের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক রাখে না।

তারা দু'জনে এ দাবি করেছে তাদের অজ্ঞতার কারণে। তাদের এ দাবি কী করে সঠিক হতে পারে? অথচ ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনু হাজার আসকালানী এবং বুসীরীও সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

তাদের দু'জনের জ্ঞানে যদি এটা ধরে যে, ঐ সকল আলেম এ হাদীসকে সহীহ বলার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন, তাহলে তাদের দু'জনের নিকট এমন জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেনি যাতে তারা উভয়ে বিশ্বাস করবে যে তাঁরা সকলে এমন হাদীসকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন যা মুরজিয়া মতবাদকে শক্তিশালী করছে?

আল্লাহর শপথ! তারা এমন বড় মাপের আলেমের জ্ঞানের সাথে পাল্লা দিচ্ছে এবং তাদের কর্তৃক সহীহ হাদীসকে যঈফ বলছে এমন ব্যক্তি যার নিকট ঐসব লোকদের মতো ভাল বিদ্যা নেই।

উক্ত সহীহ হাদীস থেকে এ উপকার পাওয়া যায় যে, কতক মানুষ অজ্ঞতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তাদের অবস্থা এই হবে যে, তারা কালিমার সাক্ষ্যদান ব্যতীত ইসলামের কোনো জ্ঞান রাখবে না। বিষয়টি এমন নয় যে, তারা সলাতের ওয়াজিবসমূহ এবং অন্যান্য আরকান সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে অথচ সে অনুযায়ী আমল করবে না। কক্ষনো নয়; উক্ত হাদীসে এ জাতীয় কোনো বিষয়ই নেই। বরং তাদের অবস্থা হলো মরুবাসী বেদুঈন এবং কুফর রাষ্ট্রে নওমুসলিমের মতো যারা শাহাদাতাইন তথা দু' কালেমা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

এরকম ঘটনা কোনো এক শহরে ঘটেছিল। ফলে একজন আমাকে এক মহিলা সম্পর্কে ফোন করে জানতে চাইলো যে, জনৈক মহিলা বিবাহ করেছে অথচ সহবাসের পর ফরয গোসল করা ছাড়াই সে সলাত আদায় করতো।

Scanned by CamScanner

এর কিছুদিন পর এক মসজিদের ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে মনে করে যে, তার নিকট এমন কতক বিষয় জানা আছে যা আলেমদের সাথে সাংঘর্ষিক। সে তার পুত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, সে জুনুবী তথা স্বপ্নদোষ হওয়ার পর নাপাক অবস্থায় সলাত আদায় করে। কেননা, সে নাপাকীর গোসলের ওয়াজিবসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀-এর অভিমত

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ তাঁর মাজমূ' ফাতাওয়ার ২২ খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "যে ব্যক্তি জানতে পারল যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ; অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান আনল অথচ মুহামম্মাদ ﷺ- যে শারী'আত নিয়ে এসেছেন তার অধিকাংশ বিধানই সে অবগত নয়। তাহলে তার কাছে যে বিধানের জ্ঞান পৌঁছেনি সে বিধান না পালন করার জন্য তাকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা কারো প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ঈমান পরিত্যাগ করার কারণেই যদি শাস্তি না দেন তবে এ কতক পালন না করার কারণে শাস্তি দিবেন না। এটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং উত্তম কথা। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান.....।

অতঃপর ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀ একটি অত্যন্ত সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন। তা এই যে, একজন মুসতাহাযাহ (যে মহিলার হায়েয শুরু হয়ে আর বন্ধ হয় না, বরং তা চলতেই থাকে) মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমার খুব কঠিন ও প্রচুর হায়েয হয়ে থাকে যা আমাকে সলাত ও সিয়াম হতে বিরত রাখে। [রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ কথা শ্রবণ করে] উক্ত মহিলাকে ইস্তিহাযার রক্ত চলাকালে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যে সব সলাত আদায় করা হয়নি তা আর কাযা করার নির্দেশ দিলেন না।

Scanned by CamScanner

আমি (আলবানী) বলছি : উক্ত মহিলা হলেন ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ ﵂। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে তার হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ আবূ দাউদের ২৮১ নং এ উল্লিখিত হয়েছে।

অনুরূপ আরেকজন মহিলা ছিলেন। তিনি হলেন উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহশ ﵂। তিনি আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ এর স্ত্রী। তার হায়েয একটানা সাত বছর পর্যন্ত চালু ছিল। এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী, মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ আবূ দাউদের ২৮৩ নং এ আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় মহিলা হলেন হামনা বিনতে জাহশ ﵂। ইবনু তাইমিয়া ﵀ এঁর প্রতিই ইশারা করেছেন। কেননা, তাঁর হাদীসে রয়েছে,

«إِنِّيْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيْدَةً تَمْنَعُنِيْ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ فَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ زَمَنَ دَمِ الْإِسْتِحَاضَةِ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالْقَضَاءِ»

“আমার কঠিন ও অত্যন্ত বেশি হায়েয হয়। তা আমাকে সলাত ও সওম হতে বিরত রাখে। ফলে [রাসূলুল্লাহ ﷺ] তাকে সলাত আদায় করে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। (রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত রক্তকে ইস্তিহাযা (যা এক প্রকার রোগ বিশেষ) মনে করলেন।) তাই তাকে ইস্তিহাযা চলাকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া সলাতকে কাযা করে আদায় আদেশ করলেন না।

Scanned by CamScanner

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের ﵀ অভিমত

আহমাদ বিন হাম্বালের ﵀ হতেও একটি উক্তি রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে এবং পূর্বের ঐ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, সাধারণভাবে সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হয় না।

আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ তাঁর মাসায়েল গ্রন্থের ৫৬ ও ১৯৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "আমি আমার পিতাকে দু'মাস যাবৎ সলাত ত্যাগকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সে বর্তমানে উক্ত দু'মাসের সলাতসমূহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আদায় করে নিবে। ঐ ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত সেই ওয়াক্তের নির্ধারিত সলাত আদায় করবে যেগুলো সে ছেড়ে দিয়েছে। জীবনে ২য় বার আর এমন করবে না। অতঃপর পরের ওয়াক্তের ছুটে যাওয়া সলাত আদায় করবে।

তবে যদি ছুটে যাওয়া সলাতের পরিমাণ বেশি হয় এবং সে জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকার কারণে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে না পারে। তাহলে সেই সলাত পুনরায় আদায় করবে যেমন সলাতরত অবস্থায় কোনো কিছু ছুটে যাওয়ার কথা স্মরণ হলে তা পরে আদায় করা হয়।

প্রিয় পাঠক! আপনি ইমাম আহমাদ ﵀ এর বক্তব্য শ্রবণ করলেন যা পূর্বের কথা প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে সলাত বর্জন করলে একজন মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ বা বের হয়ে যায় না বরং একাধারে দু'মাস সলাত আদায় না করলেও নয়। বরং যে ব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে তার জন্য পূর্বের কাযা সলাতসমূহকে পরে আদায় করে নেয়ার অনুমতি দিলেন। তার এ উক্তি থেকে আমার কাছে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয় :

প্রথমত : পূর্বে যা বলেছেন সে কথাই অর্থাৎ সে ইসলামের উপরই থাকবে। যদিও সে ছুটে যাওয়া সকল সলাত আদায় করে দায়িত্বমুক্ত না হয়।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত : কাযা সলাতের হুকুমটি নির্ধারিত ওয়াক্ত বা সময়মত সলাত আদায়ের হুকুমের মত নয়। কেননা, আমি বিশ্বাস করি না যে, জীবিকা উপার্জনের তাকিদে কেবল ইমাম আহমাদ কেন বরং তার চেয়ে আরো নিম্নস্তরের বিদ্বানও নির্দিষ্ট সময় আদায় না করে পরে কাযা করে নেয়ার অনুমতি দিবেন। কেননা, নির্ধারিত ওয়াক্তে সলাত আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া আ'আলা অধিক জ্ঞাত।

মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! জেনে রাখুন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ﵀ এর উক্ত বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে আরো যে সব রেওয়ায়েত পাওয়া যায় সেগুলোর উপর প্রত্যেক মুসলিমকে প্রথমত : নিজের এবং দ্বিতীয়ত : ইমাম আহমাদের বিশেষত্বের কারণে নির্ভর করা উচিত। কেননা তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো «إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ» "যখন কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হবে তখন সেটাই আমার মাযহাব।" আর তাঁর থেকে অন্যান্য যে সব উক্তি বর্ণিত আছে সেগুলো পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সাথে যথেষ্ট সাংঘর্ষিক ও গোলমালে। আর এ বিষয়ে দেখতে পাওয়া যাবে ইনসাফ গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৩২৭-৩২৮ পৃ. এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে।

তাতে গোলমাল দেখা গেলেও তার মধ্যে এমন কোনো স্পষ্ট কথা নেই যে, সাধারণভাবে সলাত পরিত্যাগ করলেই কেউ কাফের হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় তাঁর উদ্দেশ্যর দিকে লক্ষ্য করে তাঁর ও স্পষ্টতর বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেয়া জরুরী। উক্ত সাধারণ বর্ণনা তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

যদিও আমরা মেনে নেই যে, সাধারণভাবে সলাত ত্যাগ করার কারণে কাফের হওয়ার পক্ষে তাঁর থেকে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে তবুও তাঁর অন্যান্য রেওয়ায়েতে সলাত পরিত্যাগকারীকে তার ঈমানের জন্য এমনকি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানের কারণে জাহান্নাম হতে বের করে আনার সহীহ শুদ্ধ স্পষ্ট হাদীসের সাথে মিল থাকার কারণে সেগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

এরই পরিপ্রেক্ষিতে হাম্বালী মাযহাবের অনেক মুহাক্কিক উলামা এ বিষয়টিকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী ﵀ও রয়েছেন। যার আলোচনা ইবনু আবিল ফারয ﵀ এর বর্ণনায় গত হয়েছে।

ইবনু কুদামা ﵀ এর উক্তি হলো :

«وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسَةِ تَهَاوُنًا لَمْ يَكْفُرْ»

"যদি কোন ব্যক্তি পাঁচটি ইবাদতের মধ্যে কোনটি অবহেলাবশত ছেড়ে দেয় সে কাফের বলে গণ্য হবে না। তাঁর লেখা আল-মুক্বনি' গ্রন্থে এবং আল-মুগনির ২য় খণ্ড ২৯৮-৩০২ পৃষ্ঠায় লম্বা আলোচনা করেছেন। তাতে মতভেদ ও সকল পক্ষের দলীলও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাঁর আল-মুক্বনি'তে নিম্নে উল্লেখিত উক্তির মাধ্যমে আলোচনা শেষ করেছেন।

«وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَعَلَيْهِ مُئَلِّفًا "الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ" وَ "الإِنْصَاف" كَمَا تَقَدَّمَ»

সন্দেহাতীতভাবে এটাই সত্য কথা, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এ মতের উপর রয়েছেন শারহুল কাবীর ও ইনসাফ গ্রন্থ প্রণেতা, যার বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

(প্রিয় পাঠক!) যখন আপনি আহমাদ বিন হাম্বলের কথাকে সঠিক বলে জানবেন, তখন সুবকী ﵀– ইমাম শাফেয়ীর ﵀ এর আলোচনায় যা বর্ণনা করেছেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

সুবকী তাঁর তাবাকাতুশ শাফিয়ী আল-কুবরার ১ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "কথিত আছে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ﵀ ইমাম শাফেয়ী ﵀ এর সাথে সলাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ইমাম আহমাদকে ইমাম শাফেয়ী ﵀ বললেন, হে আহমাদ! আপনি কি বলছেন যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যাবে? আহমাদ ﵀ বললেন, হ্যাঁ। শাফেয়ী ﵀ বললেন, যদি সে কাফের হয়ে যায় তবে মুসলিম হবে কিভাবে?

Scanned by CamScanner

আহমাদ ﵀ বললেন, সে «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ» বলবে। শাফেয়ী ﵀ বললেন, সে তো এ কালিমার উপর অটল রয়েছে; সে তো তা ছেড়ে দেয়নি। আহমাদ ﵀ বললেন, সে মুসলিম হবে যদি সলাত আদায় করে। শাফেয়ী ﵀ বললেন, কাফিরের সলাত বৈধ নয় এবং এর দ্বারা তাকে মুসলিমও বলা যায় না। ইমাম শাফেয়ীর এমন জবাবে আহমাদ ﵀ তর্ক বন্ধ করে চুপ হয়ে গেলেন।"

আমি (আলবানী) বলতে চাই, এ ঘটনাকে ইমাম আহমাদের ﵀ সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। এর দু'টি কারণ রয়েছে।

প্রথমত : ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। ইমাম সুবকী স্বয়ং তার কথাতেই এর ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা, তিনি বলেছেন, (حُكِيَ) 'কথিত আছে'। এটা মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত।

দ্বিতীয়ত : তিনি (সুবকী) এ কথাকে এর উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমাদ একজন মুসলিমকে শুধু সলাত ত্যাগ করার কারণে কাফের বলেছেন, অথচ এমন কথা তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। যার বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

বরং এ বর্ণনাকে কতক ঐসব শায়খের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যারা সব সময় বলে থাকেন যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফের। আমি আশা রাখি তারা সেই সহীহ হাদীস অবগত হওয়ার পর এ অভিমত থেকে ফিরে আসবে, যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমার এই পুস্তিকা লেখা। এবং তারা প্রত্যাবর্তন করবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ﵀-এর এবং হাম্বালী মাযহাবের বড় বড় ই+মামের অভিমতের দিকে যাঁরা ইমাম সাহেবের অনুরূপ অভিমত পোষণ করে থাকেন।

কেননা, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমকে তার কোনো আমলের কারণে কাফের বলে ফতোয়া কেবল সে দিতে পারে, যে মনে করে সলাতের দিকে আহ্বান করার পর তা না মানলে হত্যা করা হবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ হতে আল্লাহ নির্ধারিত শরীয়তের কোনো বিষয় অস্বীকার করা প্রমাণিত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপরে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। যদিও তা কিছু অংশ হোক না কেন।

Scanned by CamScanner

উপর্যুক্ত আলোচনার পর আমাকে আশ্চর্য করে যা হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী'র ১২তম খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় গাযালী ﵀ হতে বর্ণনা করেছেন। গাযালী ﵀ বলেন, আমাদের উচিত, যে কোন মূল্যে কাফের সাব্যস্ত করা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিমের রক্তপাত গর্হিত কাজ। একজন মুসলিমের রক্তপাত করার পাপ থেকে এক হাজার কাফেরকে বেঁচে রাখার পাপ তুচ্ছ।

যেখানে বিষয়টি এরকম সেখানে আমার নিকটে এ খবর এসেছে যে, তাদের কেউ কেউ এ হাদীস অনুযায়ী এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যা কাফেরদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করা হতে সলাত পরিত্যাগকারী মুসলিমকে রক্ষা পাওয়ার দলীল গ্রহণের ব্যাপারে আপনাকে সন্দেহে নিপতিত করে দেবে। তারা মনে করেন সলাত পরিত্যাগকারীর এমন কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী থাকবে না যা তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনবে।

এ যেন এক আশ্চর্যজনক প্রতিযোগিতা যা আমাদেরকে কট্টর মাযহাবপন্থীদের প্রতিযোগিতাকে স্মরণ করে দেয়। তারা তাদের মাযহাবের সমর্থনে প্রমাণিত সত্যকেও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কেননা, হাদীসের বক্তব্য সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিক স্তরেই ঐসকল লোকেরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে যাদের চেহারায় (সলাত আদায়ের) এমন চিহ্ন থাকবে যা জাহান্নামের আগুন তা খেয়ে ফেলতে পারবে না। সুতরাং পরবর্তী ধাপগুলোতে যাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কোনো সলাত আদায়কারী থাকবে না।

এমন স্পষ্ট কথাও যদি কতক কঠিন তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণকারীর জন্য কাজে না আসে তাহলে আমাদের পক্ষে এতটুকু ব্যতীত আর কিছুই বলার থাকে না–

«سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ»

"তোমাদের প্রতি সালাম, মূর্খদের সাথে আমাদের (বিতর্কের) কোনো প্রয়োজন নেই।"[৩৫]

---

৩৫. সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৫

Scanned by CamScanner

সারকথা

পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি অর্থাৎ শাফা'আতের হাদীসটি এ বিষয়ের প্রমাণ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী একটি হাদীস। এ হাদীসটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সলাত আদায় করা ফরয এর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও সলাত ত্যাগকরার কারণে মিল্লাত তথা দীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না এবং কাফের ও মুশরিকদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হবে না।

সুতরাং আমি একান্তই আশা রাখি যে, এ বইয়ে সন্নিবেশিত হাদীস এবং অনুরূপ অর্থবোধক হাদীসসমূহ সম্পর্কে যারাই অবগত হবেন তারা সলাত পরিত্যাগকারীগণকে সলাতের প্রতি বিশ্বাস এবং এক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উপর ঈমান থাকার কারণে তাদেরকে কাফের বলার অভিমত থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন। কেননা, মুসলিমকে কাফের বলা অত্যন্ত গর্হিত ও পাপের কাজ। যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(প্রকৃতপক্ষে) সলাত পরিত্যাগকারীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, কুরআনুল কারীম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস এবং সালফে সালেহীনদের থেকে সলাতের মহত্ব ও গুরুত্ব বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে এমন হাদীস দ্বারা তাদেরকে উপদেশ ও দাওয়াত দেয়া। কেননা, দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আলেমদের হাত থেকে খেলাফত ও রাজত্ব চলে গেছে। সুতরাং তারা একজন সলাত ত্যাগকারীর উপর কাফিরের নির্দেশ জারি করে তাকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখেন না। আর সকল সলাত পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া এ বিধান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়; সুতরাং অমুসলিম রাষ্ট্রে আরো অসম্ভব নয় কি?

দাওয়াত দেয়ার পরও সলাত পরিত্যাগকারী সলাত আদায় না করলে তাকে হত্যা করা স্পষ্ট হিকমতপূর্ণ। তাহলো সে যদি মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে হয়তো দাওয়াত দেয়ার পর তাওবা করে সলাত আদায় করবে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু যখন হত্যা করার বিধানকে গ্রহণ করা বে তখন প্রমাণিত হবে যে, সে অস্বীকারবশত সলাত বর্জন করেছে, ফলে সে মারা যাবে। এমতাবস্থায় মারা গেলে সে প্রকৃতপক্ষে কাফের বলে গণ্য হবে যা ইবনু তাইমিয়া হতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় সলাত অস্বীকার করাটাই প্রমাণ করবে যে, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। দুঃখজনক হলেও এমন মুহূর্তে তার বিষয়ে এ ফায়সালা দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

এহেন পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই হওয়া উচিত- 'সলাতের প্রতি বিশ্বাস থাকা অবস্থায় তা বর্জনকারী কাফের হবে না।'

আমরা সহীহ হাদীসসমূহ থেকে যে সব দলীল আদিল্লাহ পেশ করেছি তা একেবারে অকাট্য। সুতরাং এরপর কোনো আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি।"[৩৬]

বিশেষ দ্রষ্টব্য-১

ইবনু কুদামাহ ﷺ-এর বর্ণনায় ইতোপূর্বে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অলসতাবশত সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হবে না, যদিও অধিকাংশ বিদ্বান এ হাদীসটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি এখানে আরও হাদীস উল্লেখ করেছেন। তা যদি সহীহ প্রমাণিত হয় তবে তা এ সম্পর্কে মত পার্থক্যের বিরুদ্ধে অকাট্য

---

৩৬. সূরাহ আন্-নূর ২৪ : ৬৩

Scanned by CamScanner

দলীল হিসেবে প্রমাণিত হবে। কেননা, উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক আনসারীর এক দাস মারা গেল। সে কখনো সলাত আদায় করতো, আবার কখনো ছেড়ে দিত। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গোসল দেয়া, তার জানাযা পড়া ও দাফন করার নির্দেশ দিলেন।

ইবনু কুদামাহ যদিও এ হাদীসের হুকুম বর্ণনায় নিরবতা পালন করেছেন তথাপিও তিনি ত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা সনদসহ উল্লেখ করে ভাল করেছেন। সে হাদীসটি আমি অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছি এবং তা দুর্বল ও মুনকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার 'সিলসিলাহ আহাদিস আযযঈফা'-র ৬০৩৬ নং এ উল্লেখ করেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-২

এ পুস্তিকা লেখার কয়েকদিন পর আমার কতক দ্বীনি ভাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আমার কাছে পেশ করলেন যা আতা বিন আব্দুল লতীফ আহমাদ এর লেখা, তাহল–

«فَتْحٌ مِّنَ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ بِإِثْبَاتِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنَ الْكُفَّارِ»

"ফাতহুম মিনাল আযীযিল গাফ্ফার বে-ইসবাতে আন্না তারিকাস সলাতি লাইসা মিনাল কুফ্ফার" (পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহর বিজয় যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফের নয়)। বইটি যখন পাঠ করলাম এবং এর কয়েকটি অনুচ্ছেদ ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম তখন আমি অত্যন্ত খুশি হলাম এবং আমার আনন্দ আরো বৃদ্ধি পেল। আমার কাছে তাঁর তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও বিভিন্ন দলীল-দালায়েলের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি পরিষ্কার হয়ে পড়ল। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হচ্ছে- তাখরীযুল আহাদীস তথা হাদীসসমূহ কোন্ গ্রন্থে কী অবস্থায় তা পরখকরণ, হাদীসসমূহের সনদ ও শাওয়াহেদসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা

Scanned by CamScanner

ও পর্যবেক্ষণ এবং দুর্বল হাদীস থেকে সহীহ হাদীসসমূহকে এমনভাবে পৃথক করেছেন যাতে করে সেগুলোর মধ্যে দুর্বল হাদীসসমূহকে বাদ দেয়া যায় এবং প্রমাণিত হাদীসসমূহের উপর নির্ভর করা যায়। অতঃপর সেগুলো থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় ও এসব হাদীস শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে ভিন্নমতাবলম্বীদের জবাব দেয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় ভাই; যেসব লেখকগণ সহীহ শুদ্ধ হাদীসসমূহের দিকে মনোযোগী না হয়ে কেবল তাদের অভিমতকে শক্তিশালী করার হাদীসসমূহকে একত্রিত করেছেন- তাদের বিরোধিতায় যে অবদান রেখেছেন তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। যেমন করেছেন মহিলার চেহারা দর্শন সংক্রান্ত মাস'আলার ক্ষেত্রে আমার মতামতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সৌদি, মিসরী ও অন্যান্য লেখকগণ।

বিপরীতপক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই (আতা) যা করেছেন, তা হচ্ছে তিনি সলাত বর্জনকারীকে কাফের সাব্যস্তকারীদের বিরোধিতায় জ্ঞানসমৃদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তিনি বিরোধী পক্ষের দলীলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তাদের পক্ষে ও বিপক্ষের হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাদের বিপক্ষের দলীলসমূহকে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। তারপর তার পক্ষের ও বিপক্ষের দলীলসমূহের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্তিশালী পদ্ধতিতে সমতা বিধান করেছেন; যদিও কখনো তা নিজের বিরুদ্ধে গেছে।

তিনি কখনো হাদীসের শাওয়াহেদ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে অনেক শিথিলতা দেখিয়েছেন। অতঃপর সে হাদীস এবং যে হাদীস সলাত বর্জনকারীকে কাফের সাব্যস্ত করে সেসবের মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করেছেন। যেমনটি তিনি করেছেন আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, (...যে ব্যক্তি সলাত বর্জন করলো সে দ্বীন হতে বের হয়ে গেল) হাদীসের ক্ষেত্রে। কেননা, তিনি এ হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং এর সনদের দুর্বলতা বর্ণনা করার পর পুনরায় কয়েকটি শাহেদ তথা সমর্থক হাদীস পাওয়ার কারণে পুনরায় শক্তিশালী বলেছেন। মূলত সেই শাহিদগুলো শাওয়াহেদে ক্বাসেরাহ তথা অপূর্ণাঙ্গ শাহেদ বা সমর্থক হাদীস। ফলে তা এ

Scanned by CamScanner

হাদীসটিকে শক্তিশালী করতে পারে না। অতঃপর তিনি উক্ত হাদীসের "خُرُوْجٌ" তথা বের হয়ে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "خُرُوْجٌ دُوْنَ الْخُرُوْجِ"। অর্থাৎ এ বের হওয়াটা একেবারে সম্পূর্ণরূপে বের হওয়া নয়।

এ ছাড়াও তাঁর হাদীসের ক্ষেত্র শিথিলতা ও ব্যাখ্যা করার আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন সিলসিলাহ যঈফার ৬০৩৭ নং এ বর্ণিত হাদীস।

বাস্তব সত্য এই যে, তাঁর উক্ত বইটি অত্যন্ত উপকারী একটি বই। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কিছু আলোচনা করেছেন, তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক। কেউ তা গ্রহণ করুক বা না করুক। তিনি কোনো প্রকার গোঁড়ামীবশত একাট্টাভাবে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলেননি।

ঐ বইয়ের সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে। সেই অনুচ্ছেদে তিনি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, "সলাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দ্বীন থেকে বের না হওয়ার পক্ষে খাস দলীল"। এর সমর্থনে তিনি ১২টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আমি তাঁর বইয়ের ভূমিকার বিষয়সমূহ পাঠ করার পর ধারণা করলাম যে, তাঁর এ বইয়ে শাফা'আতের হাদীসটি আলোচিত হয়েছে। কেননা, এ হাদীসটি এ বিষয়ের সকল বিবাদের নিরসনের অকাট্য দলীল। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লেখকগণের মতো তিনিও হাদীসটি উল্লেখ করেননি।

আমি তাঁর বইয়ের উল্লিখিত দলীলসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণে এবং কাফের সাব্যস্তকারীদের অসতর্কতার প্রতি সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী :

«إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صَوِيَّ وَ مِنَارٌ كَمِنَارِ الطَّرِيْقِ...»

নিশ্চয়ই ইসলামেরও কতক দিকনির্দেশক স্তম্ভ বা সাইনবোর্ড রয়েছে, যেমন রয়েছে রাস্তার পরিচিতির জন্য। উক্ত হাদীস তাওহীদ, সলাত ছাড়াও ইসলামের প্রসিদ্ধ পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভ ও ওয়াজিবসমূহের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

Scanned by CamScanner

«...فَمَنْ اِنْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ تَرَكَهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَهُ»

"সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত (রুকনসমূহের) মধ্যে কোন কিছু হ্রাস বা কম করলো সে ইসলামের একটি অংশকে ছেড়ে দিল। আর যে ব্যক্তি সবগুলোকে ছেড়ে দিল সে ইসলামকে তার পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

তিনি উক্ত হাদীসের উদ্দিষ্ট বিষয়সমূহকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তার সনদসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে কতক সনদকে সহীহ বলেছেন। তারপর সলাত পরিত্যাগকারী যে কাফের নয় উক্ত হাদীসটি তার স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

আমি এ হাদীসকে ৩০ বছর পূর্বেই সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহায় (৩৩৩) সংকলন করেছি। আর তিনি তা থেকে উপকৃত হয়েছেন। যেমন পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সামান্যতম ইঙ্গিতও দেননি। তিনি এতে ভালই করেছেন। বিশেষ করে তিনি কতক হাদীসের ব্যাপারে আমার সমালোচনা করেছেন। তবে এতে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি বরং উপকারই হয়েছে- আমি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকি বা ভুল সিদ্ধান্তে। আর এখন তা বিস্তারিত আলোচনার সময় নয়।

পরিশেষে বলতে চাই যে, এ মাস'আলা সম্পর্কে যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে তারা যেন এ বইটি ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একক এবং সঠিক বিষয় বোঝার তাওফীকদাতা।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

Scanned by CamScanner

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম

Scanned by CamScanner